সপ্তম অধ্যায়

দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যজেনানুনীতেন ভবেন পরিতুষ্যতা ।
অভ্যধায়ি মহাবাহো প্রহস্য শ্রূয়তামিতি ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মৈত্রেয়; **উবাচ**—বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **অজেন**—ব্রহ্মার দ্বারা; **অনুনীতেন**—প্রার্থিত হয়ে; **ভবেন**—শিবের দ্বারা; **পরিতুষ্যতা**—পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে; **অভ্যধায়ি**—বলেছিলেন; **মহা-বাহো**—হে বিদুর; **প্রহস্য**—হাস্যপূর্বক; **শ্রূয়তাম্**—শ্রবণ করুন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—হে মহাবাহো বিদুর! ব্রহ্মার অনুনয়ের দ্বারা পরিতুষ্ট হয়ে, তার উত্তরে শিব হাস্যপূর্বক বলেছিলেন।

শ্লোক ২

মহাদেব উবাচ

নাঘং প্রজেশ বালানাং বর্ণয়ে নানুচিন্তয়ে ।
দেবমায়াভিভূতানাং দণ্ডস্তত্র ধৃতো ময়া ॥ ২ ॥

মহাদেবঃ—শিব; **উবাচ**—বলেছিলেন; **ন**—না; **অঘম্**—অপরাধ; **প্রজা-ঈশ**—হে সৃষ্ট জীবদের ঈশ্বর; **বালানাম্**—বালকদের; **বর্ণয়ে**—মনে করি; **ন**—না; **অনুচিন্তয়ে**—চিন্তা করি; **দেব-মায়া**—ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি; **অভিভূতানাম্**—বিমোহিতদের; **দণ্ডঃ**—দণ্ড; **তত্র**—সেখানে; **ধৃতঃ**—ব্যবহৃত; **ময়া**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

শিব বললেন—হে পূজ্য পিতা ব্রহ্মা! দেবতারা যে অপরাধ করেছেন, সেই জন্য আমি কিছু মনে করি না। কারণ এই দেবতারা শিশুসুলভ নির্বোধ, তাঁদের অপরাধের গুরুত্ব আমি তেমন দিই না। তাঁদের সংশোধন করার জন্যই কেবল আমি দণ্ড দিয়েছি।

তাৎপর্য

দণ্ড দুই প্রকার। তার একটি হচ্ছে বিজেতা কর্তৃক তার শত্রুকে দেওয়া দণ্ড, এবং অন্যটি হচ্ছে পিতার পুত্রকে দেওয়া দণ্ড। এই দুই প্রকার দণ্ডের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। শিব প্রকৃতপক্ষে একজন বৈষ্ণব, ভগবানের এক মহান ভক্ত, এবং সেই সূত্রে তাঁর নাম আশুতোষ। তিনি সর্বদাই সন্তুষ্ট, এবং তাই তিনি কারও প্রতি শত্রু-ভাবাপন্ন হয়ে ক্রুদ্ধ হন না। তিনি কোন জীবের প্রতিই বৈরী-ভাবাপন্ন নন; পক্ষান্তরে, তিনি সর্বদা সকলের শুভ কামনা করেন। তিনি যখনই কোন ব্যক্তিকে দণ্ড দেন, সেই দণ্ড পিতা কর্তৃক পুত্রকে প্রদত্ত দণ্ডেরই মতো। পিতাতুল্য শিব কোন জীবের, বিশেষ করে দেবতাদের কোন অপরাধ গুরুতরভাবে গ্রহণ করেন না।

শ্লোক ৩

প্রজাপতের্দগ্ধশীর্ষ্ণো ভবত্বজমুখং শিরঃ ।
মিত্রস্য চক্ষুষেক্ষেত ভাগং স্বং বর্হিষো ভগঃ ॥ ৩ ॥

প্রজাপতেঃ—প্রজাপতি দক্ষের; **দগ্ধ-শীর্ষ্ণঃ**—যাঁর মস্তক দগ্ধীভূত হয়ে ভস্মসাৎ হয়েছে; **ভবতু**—হোক; **অজ-মুখম্**—ছাগলের মুখ; **শিরঃ**—মস্তক; **মিত্রস্য**—মিত্রের; **চক্ষুষা**—চক্ষুর দ্বারা; **ঈক্ষেত**—দর্শন করুক; **ভাগম্**—ভাগ; **স্বম্**—তাঁর; **বর্হিষঃ**—যজ্ঞের; **ভগঃ**—ভগ।

অনুবাদ

শ্রীশিব বললেন—যেহেতু দক্ষের মস্তক দগ্ধীভূত হয়ে ভস্মসাৎ হয়েছে, তাই তিনি একটি ছাগলের মস্তক প্রাপ্ত হবেন। ভগ নামক দেবতা মিত্রের নেত্রের দ্বারা তাঁর যজ্ঞভাগ দেখতে পাবেন।

শ্লোক ৪

পূষা তু যজমানস্য দদ্ভির্জক্ষতু পিষ্টভুক্ ।
দেবাঃ প্রকৃতসর্বাঙ্গা যে ম উচ্ছেষণং দদুঃ ॥ ৪ ॥

পূষা—পূষা; **তু**—কিন্তু; **যজমানস্য**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারীর; **দদ্ভিঃ**—দাঁতের দ্বারা; **যক্ষতু**—চর্বণ; **পিষ্ট-ভুক্**—পিষ্টকভোজী; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **প্রকৃত**—নির্মিত; **সর্ব-অঙ্গাঃ**—পূর্ণ; **যে**—যাঁরা; **মে**—আমাকে; **উচ্ছেষণম্**—যজ্ঞভাগ; **দদুঃ**—দিয়েছে।

অনুবাদ

পূষা কেবল তাঁর শিষ্যদের দন্তের দ্বারা চর্বণ করতে পারবেন, এবং তিনি যখন একলা থাকবেন, তখন তাঁকে কেবল পিষ্টক ভোজন করেই সন্তুষ্ট হতে হবে। কিন্তু যে-সমস্ত দেবতারা আমাকে যজ্ঞভাগ দিতে সম্মত হয়েছেন, তাঁদের সর্বাঙ্গের ক্ষত থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

তাৎপর্য

পূষার চর্বণ করার জন্য তাঁর শিষ্যদের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছিল। অন্যথায় তিনি কেবল পিষ্টক ভোজনে সমর্থ হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁর দণ্ড চলতে থাকে। যেহেতু তিনি তাঁর দন্ত প্রদর্শন করে শিবের প্রতি অবজ্ঞা করে হেসেছিলেন, তাই তিনি আহারের জন্য তাঁর দন্ত আর ব্যবহার করতে পারেননি। পক্ষান্তরে বলা যায়, শিবের বিরুদ্ধে তাঁর দাঁত ব্যবহার করার ফলে, তাঁর দাঁত না থাকাই ভাল ছিল।

শ্লোক ৫

বাহুভ্যামশ্বিনোঃ পূষ্ণো হস্তাভ্যাং কৃতবাহবঃ ।
ভবন্ত্বধ্বর্যবশ্চান্যে বস্তশ্মশ্রুর্ভৃগুর্ভবেৎ ॥ ৫ ॥

বাহুভ্যাম্—বাহুযুগলের দ্বারা; **অশ্বিনোঃ**—অশ্বিনীকুমারদের; **পূষ্ণঃ**—পূষার; **হস্তাভ্যাম্**—দুই হস্তের দ্বারা; **কৃত-বাহবঃ**—যাঁদের বাহুর প্রয়োজন; **ভবন্তু**—হতে হবে; **অধ্বর্যবঃ**—পুরোহিতগণ; **চ**—এবং; **অন্যে**—অন্যেরা; **বস্ত-শ্মশ্রুঃ**—ছাগলের দাড়ি; **ভৃগুঃ**—ভৃগু; **ভবেৎ**—হোক।

অনুবাদ

যাঁদের বাহু কেটে গেছে, তাঁদের অশ্বিনীকুমারদের বাহুর দ্বারা কাজ করতে হবে, এবং যাঁদের হাত কাটা গেছে, তাঁদের পূষার হস্তের দ্বারা কর্ম করতে হবে। পুরোহিতদেরও সেইভাবে কার্য করতে হবে, আর ভৃগু ছাগলের দাড়ি প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

দক্ষ যে ছাগলের মস্তক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেই ছাগলের দাড়ি লাভ করেছিলেন দক্ষের একজন মস্ত বড় সমর্থক ভৃগু মুনি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, মস্তিষ্কই বুদ্ধিমত্তার কারণ, কিন্তু দক্ষের মস্তক বিনিময় থেকে প্রতীত হয় তা ঠিক নয়। দক্ষের মস্তিষ্ক এবং একটি ছাগলের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, কিন্তু দক্ষ একটি ছাগলের মস্তক প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজের মতোই কার্য করেছিলেন। তা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জীবাত্মার চেতনাই বুদ্ধিমত্তার কারণ। মস্তিষ্ক হচ্ছে কেবল একটি যন্ত্র, যার সঙ্গে প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার কোনও সম্পর্ক নেই। প্রকৃত বুদ্ধি, মন এবং চেতনা স্বতন্ত্র জীবাত্মার অংশ। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে দেখা যাবে যে, দক্ষ তাঁর নিজের মস্তক হারিয়ে একটি ছাগলের মস্তক পাওয়া সত্ত্বেও পূর্বের মতোই বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি শিব এবং বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, যা একটি ছাগলের পক্ষে সম্ভব নয়। তার ফলে, স্থির নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মস্তিষ্ক বুদ্ধিমত্তার কেন্দ্র নয়; জীবাত্মার চেতনাই বুদ্ধিমত্তা সহকারে কার্য করে। সমগ্র কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে চেতনাকে শুদ্ধ করা। মানুষের কি ধরনের মস্তিষ্ক আছে তাতে কিছু যায় আসে না, কারণ তিনি যদি তাঁর চেতনাকে জড় বিষয় থেকে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণে স্থানান্তরিত করেন, তা হলে তাঁর জীবন সফল হয়। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন যে, কেউ যখন কৃষ্ণভাবনা গ্রহণ করেন, তখন তিনি যতই অধঃপতিত হোন না কেন, তিনি জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেন। বিশেষ করে, কেউ যখন কৃষ্ণভাবনা লাভ করেন, তাঁর বর্তমান জড় শরীর ত্যাগ করার পর, তিনি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

শ্লোক ৬

মৈত্রেয় উবাচ

তদা সর্বাণি ভূতানি শ্রুত্বা মীঢুষ্টমোদিতম্ ।
পরিতুষ্টাত্মভিস্তাত সাধু সাধ্বিত্যথাব্রুবন্ ॥ ৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মৈত্রেয় ঋষি; **উবাচ**—বললেন; **তদা**—তখন; **সর্বাণি**—সমস্ত; **ভূতানি**—ব্যক্তিগণ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **মীঢুঃ-টম**—বরদানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (শিব); **উদিতম্**—উক্ত; **পরিতুষ্ট**—সন্তুষ্ট হয়ে; **আত্মভিঃ**—হৃদয় এবং আত্মার দ্বারা; **তাত**—হে প্রিয় বিদুর; **সাধু সাধু**—সাধুবাদ; **ইতি**—এইভাবে; **অথ অব্রুবন্**—যা আমরা বলেছি।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! সেখানে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিরা বরদানকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিবের বাণী শ্রবণ করে অন্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শিবকে *মীঢুষ্টম* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সমস্ত বরদানকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি আশুতোষ নামেও পরিচিত, যা ইঙ্গিত করে যে, তিনি খুব তাড়াতাড়ি সন্তুষ্ট হন, আবার খুব তাড়াতাড়ি ক্রুদ্ধও হন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, বুদ্ধিহীন মানুষেরা জড়-জাগতিক বর লাভের আশায় দেবতাদের শরণাগত হয়। সেই উদ্দেশ্যে মানুষেরা সাধারণত শিবের কাছে যায়, এবং যেহেতু তিনি খুব তাড়াতাড়ি প্রসন্ন হয়ে যান, তাই তিনি কোন কিছু বিবেচনা না করেই তাঁর ভক্তদের বর দিয়ে দেন, সেই জন্য তাঁকে বলা হয় *মীঢুষ্টম,* অথবা সমস্ত বরদানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা সর্বদা জড়-জাগতিক লাভের জন্য উদ্গ্রীব, কিন্তু পারমার্থিক লাভের জন্য তারা আগ্রহী নয়।

কখনও কখনও দেখা যায় যে, শিব আধ্যাত্মিক জীবনেরও শ্রেষ্ঠ বরদাতা হন। কথিত আছে যে, এক সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বর লাভের আশায় শিবের পূজা করেছিলেন, এবং শিব তাঁর সেই ভক্তটিকে সনাতন গোস্বামীর কাছে যাওয়ার উপদেশ দেন। ভক্তটি সনাতন গোস্বামীর কাছে গিয়ে তাঁকে বলেন যে, শিব তাঁকে তাঁর কাছে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বর লাভ করার জন্য। সনাতন গোস্বামীর একটি পরশমণি ছিল, যা তিনি আবর্জনার মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণটির অনুরোধে সনাতন গোস্বামী তাঁকে সেই পরশমণিটি দেন, এবং তার ফলে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আনন্দিত হন। এখন তিনি সেই পরশমণিটির স্পর্শের দ্বারা লোহাকে সোনায় পরিণত করে যত ইচ্ছা স্বর্ণ সংগ্রহ করতে পারতেন। কিন্তু সনাতন গোস্বামীর কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর, তিনি ভাবতে লাগলেন, "এই পরশমণিটি লাভ করাই যদি সর্বশ্রেষ্ঠ বর লাভ হয়, তা

হলে সনাতন গোস্বামী কেন সেটি আবর্জনার মধ্যে রেখেছিলেন?" তাই তিনি সনাতন গোস্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "প্রভু, এইটিই যদি সর্বশ্রেষ্ঠ বর লাভ হয়ে থাকে, তা হলে আপনি কেন এটি আবর্জনার মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন?" সনাতন গোস্বামী তখন তাঁকে বলেছিলেন, "প্রকৃতপক্ষে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ বর প্রাপ্তি নয়। কিন্তু আপনি কি আমার কাছ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বর লাভ করার জন্য প্রস্তুত আছেন?" ব্রাহ্মণটি বলেছিলেন, "হ্যাঁ প্রভু, শিব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বর লাভ করার জন্য।" সনাতন গোস্বামী তখন তাঁকে বলেছিলেন, সেই পরশমণিটিকে নিকটবর্তী কুণ্ডের জলে ফেলে দিয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসতে। দরিদ্র ব্রাহ্মণটি তাই করেছিলেন, এবং তিনি যখন ফিরে এসেছিলেন, তখন সনাতন গোস্বামী তাঁকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। এইভাবে শিবের আশীর্বাদে ব্রাহ্মণটি শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তের সঙ্গ লাভ করেছিলেন, এবং তার ফলে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৭

ততো মীঢ্বাংসমামন্ত্র্য শুনাসীরাঃ সহর্ষিভিঃ ।
ভূয়স্তদ্দেবযজনং সমীঢ্বদ্বেধসো যযুঃ ॥ ৭ ॥

ততঃ—তার পর; **মীঢ্বাংসম্**—শিব; **আমন্ত্র্য**—নিমন্ত্রণ করে; **শুনাসীরাঃ**—ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাদের; **সহ ঋষিভিঃ**—ভৃগু আদি মহর্ষিগণ সহ; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **তৎ**—তা; **দেব-যজনম্**—যেখানে দেবতাগণ পূজিত হন সেই স্থানে; **স-মীঢ্বৎ**—শিব সহ; **বেধসঃ**—ব্রহ্মা সহ; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

তার পর, মহর্ষি-প্রধান ভৃগু শিবকে যজ্ঞস্থলে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এইভাবে ঋষিগণ, শিব ও ব্রহ্মা সহ দেবতারা সেই স্থানে গিয়েছিলেন যেখানে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল।

তাৎপর্য

দক্ষের দ্বারা আয়োজিত যজ্ঞ শিবের প্রভাবে পণ্ড হয়েছিল। তাই সেখানে ব্রহ্মা এবং মহর্ষিগণ সহ উপস্থিত সমস্ত দেবতারা শিবকে বিশেষভাবে অনুরোধ

করেছিলেন, যাতে সেখানে এসে তিনি পুনরায় যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করেন। *'শিবহীন যজ্ঞ'* বলে একটি প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে—শিবের উপস্থিতি ব্যতীত যজ্ঞ অসফল হয়। ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন যজ্ঞেশ্বর, তবুও প্রতিটি যজ্ঞে ব্রহ্মা এবং শিব প্রমুখ সমস্ত দেবতাদের উপস্থিতি আবশ্যক হয়।

শ্লোক ৮

বিধায় কার্ৎস্ন্যেন চ তদ্‌যদাহ ভগবান্ ভবঃ ।
সন্দধুঃ কস্য কায়েন সবনীয়পশোঃ শিরঃ ॥ ৮ ॥

বিধায়—সম্পাদন করে; **কার্ৎস্ন্যেন**—সর্বেসর্বা; **চ**—ও; **তৎ**—তা; **যৎ**—যা; **আহ**—বলেছিলেন; **ভগবান্**—ভগবান; **ভবঃ**—শিব; **সন্দধুঃ**—সম্পন্ন করেছিলেন; **কস্য**—দক্ষের; **কায়েন**—দেহে; **সবনীয়**—যজ্ঞের নিমিত্ত; **পশোঃ**—পশুর মতো; **শিরঃ**—মস্তক।

অনুবাদ

সব কিছু ঠিক শিবের নির্দেশ অনুসারে সম্পন্ন হওয়ার পর, দক্ষের দেহে যজ্ঞের নিমিত্ত পশুর মস্তক যোজনা করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

এইবার, সমস্ত দেবতা এবং মহর্ষিরা অত্যন্ত সাবধান ছিলেন যাতে শিব ক্রুদ্ধ না হন। তাই তিনি যা বলেছিলেন, ঠিক তাই করা হয়েছিল। এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, দক্ষের শরীরে একটি পশুর (ছাগলের) মুণ্ড যোজনা করা হয়েছিল।

শ্লোক ৯

সন্ধীয়মানে শিরসি দক্ষো রুদ্রাভিবীক্ষিতঃ ।
সদ্যঃ সুপ্ত ইবোত্তস্থৌ দদৃশে চাগ্রতো মৃড়ম্ ॥ ৯ ॥

সন্ধীয়মানে—সংযোজিত হয়ে; **শিরসি**—মস্তকের দ্বারা; **দক্ষঃ**—রাজা দক্ষ; **রুদ্র-অভিবীক্ষিতঃ**—রুদ্রের (শিবের) দ্বারা দৃষ্ট হয়ে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **সুপ্তে**—নিদ্রিত; **ইব**—মতো; **উত্তস্থৌ**—জাগরিত হয়েছিলেন; **দদৃশে**—দেখেছিলেন; **চ**—ও; **অগ্রতঃ**—সম্মুখে; **মৃড়ম্**—শিব।

অনুবাদ

যখন দক্ষের শরীরে পশুর মস্তক সংযোজিত হয়েছিল, তখনই তিনি চেতনা প্রাপ্ত হয়ে সুপ্তোত্থিতের মতো জাগরিত হয়েছিলেন, এবং তাঁর সম্মুখে শিবকে দণ্ডায়মান দেখতে পেয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে এই উদারহণটি দেওয়া হয়েছে যে, দক্ষ যেন গভীর নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছিলেন। সংস্কৃত শব্দে তাকে বলা হয় *সুপ্ত ইবোত্তস্থৌ* । অর্থাৎ, কোন মানুষ যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তৎক্ষণাৎ সে তার সমস্ত কর্তব্য কর্ম স্মরণ করে। দক্ষ নিহত হয়েছিলেন, এবং তাঁর মস্তকটি নিয়ে ভস্মীভূত করা হয়েছিল। তাঁর দেহটি মৃত পড়ে ছিল, কিন্তু শিবের কৃপায় তাঁর দেহে ছাগলের মুণ্ড সংযোজন করা মাত্রই, দক্ষ তাঁর চেতনা ফিরে পেয়েছিলেন। এতে বোঝায় যে, চেতনাও স্বতন্ত্র। ছাগলের মুণ্ড ধারণ করার পর, দক্ষ প্রকৃতপক্ষে আর একটি দেহ ধারণ করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু চেতনা স্বতন্ত্র, তাই তাঁর দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন হলেও তাঁর চেতনা একই ছিল। এইভাবে বোঝা যায় যে, দেহের গঠনের সঙ্গে চেতনার বিকাশের কোনই সম্পর্ক নেই। আত্মার দেহান্তরের সাথে চেতনাও বাহিত হয়। বৈদিক ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন—মহারাজ ভরত তাঁর দেহত্যাগের পর একটি হরিণের শরীর প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর চেতনা পূর্ববৎ ছিল। তিনি জানতেন যে, যদিও পূর্বে তিনি ছিলেন মহারাজ ভরত, তবুও মৃত্যুর সময় একটি হরিণের চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, তিনি একটি হরিণের দেহে দেহান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু হরিণের শরীর পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর চেতনা মহারাজ ভরতের শরীরের চেতনার মতোই ছিল। ভগবানের আয়োজন এতই উত্তম যে, কারও চেতনা যদি কৃষ্ণচেতনায় পরিণত হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে তাঁর পরবর্তী জীবনে ভিন্ন ধরনের শরীর প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি একজন মহান কৃষ্ণভক্ত হবেন।

শ্লোক ১০

তদা বৃষধ্বজদ্বেষকলিলাত্মা প্রজাপতিঃ ।
শিবাবলোকাদভবচ্ছরদ্ধ্রদ ইবামলঃ ॥ ১০ ॥

তদা—সেই সময়; **বৃষ-ধ্বজ**—বৃষারোহী শিব; **দ্বেষ**—বিদ্বেষ; **কলিল-আত্মা**—কলুষিত হৃদয়; **প্রজাপতিঃ**—রাজা দক্ষ; **শিব**—শিব; **অবলোকাৎ**—তাঁকে দর্শন

করে; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **শরৎ**—শরৎকালীন; **হ্রদঃ**—সরোবর; **ইব**—মতো; **অমলঃ**—নির্মল।

অনুবাদ

তখন বৃষধ্বজ শিবকে দর্শন করে, শিবদ্বেষী দক্ষের কলুষিত হৃদয় তৎক্ষণাৎ শরৎকালীন সরোবরের মতো নির্মল হয়েছিল।

তাৎপর্য

শিবকে কেন মঙ্গলময় বলা হয়, তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা সহকারে শিবকে দর্শন করেন, তা হলে তাঁর হৃদয় তৎক্ষণাৎ নির্মল হয়ে যায়। শিবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়ার ফলে, দক্ষের হৃদয় কলুষিত হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও অল্প প্রেম এবং ভক্তি সহকারে শিবকে দর্শন করার ফলে, তৎক্ষণাৎ তাঁর হৃদয় নির্মল হয়েছিল। বর্ষার সময় সরোবরের জল নোংরা এবং কর্দমাক্ত হয়ে যায়, কিন্তু যখনই শরৎকালীন বৃষ্টি হয়, তৎক্ষণাৎ সেই জল স্বচ্ছ এবং নির্মল হয়। তেমনই, দক্ষের হৃদয় যদিও শিবের নিন্দা করার ফলে অপবিত্র হয়েছিল, এবং যে জন্য তিনি কঠোরভাবে দণ্ডিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর চেতনা ফিরে পেয়ে, শ্রদ্ধা সহকারে শিবকে দর্শন করা মাত্রই তাঁর হৃদয় নির্মল হয়েছিল।

শ্লোক ১১

ভবস্তবায় কৃতধীর্নাশক্নোদনুরাগতঃ ।
ঔৎকণ্ঠ্যাদ্বাষ্পকলয়া সম্পরেতাং সুতাং স্মরন্ ॥ ১১ ॥

ভব-স্তবায়—শিবের স্তব করার জন্য; **কৃত-ধীঃ**—সঙ্কল্প করা সত্ত্বেও; **ন**—না; **অশক্নোৎ**—সক্ষম হয়েছিলেন; **অনুরাগতঃ**—অনুরাগবশত; **ঔৎকণ্ঠ্যাৎ**—উৎকণ্ঠার ফলে; **বাষ্প-কলয়া**—অশ্রুধারায়; **সম্পরেতাম্**—মৃত; **সুতাম্**—কন্যা; **স্মরন্**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

রাজা দক্ষ শিবের স্তব করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কন্যা সতীর মৃত্যুর কথা স্মরণ হওয়ায় তাঁর চোখ অশ্রুধারায় পূর্ণ হয়েছিল, এবং গভীর শোকে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল, এবং তিনি স্তব করতে সমর্থ হননি।

শ্লোক ১২

কৃচ্ছ্রাৎসংস্তভ্য চ মনঃ প্রেমবিহ্বলিতঃ সুধীঃ ।
শশংস নির্ব্যলীকেন ভাবেনেশং প্রজাপতিঃ ॥ ১২ ॥

কৃচ্ছ্রাৎ—অতি কষ্টে; **সংস্তভ্য**—সংযত করে; **চ**—ও; **মনঃ**—মন; **প্রেম-বিহ্বলিতঃ**—স্নেহ ও অনুরাগের ফলে বিহ্বল; **সু-ধীঃ**—শুদ্ধ বুদ্ধি; **শশংস**—প্রশংসা করেছিলেন; **নির্ব্যলীকেন**—নিষ্কপটে অথবা গভীর প্রেমে; **ভাবেন**—অনুভূতি সহকারে; **ঈশম্**—শিবকে; **প্রজাপতিঃ**—রাজা দক্ষ।

অনুবাদ

সেই সময় রাজা দক্ষ স্নেহ ও অনুরাগের দ্বারা বিহ্বল হয়েছিলেন, এবং তখন তাঁর শুদ্ধ বুদ্ধি জাগরিত হয়েছিল। অতি কষ্টে তিনি তাঁর মনকে শান্ত করেছিলেন, তাঁর ভাবাবেগ সংযত করেছিলেন, এবং শুদ্ধ চেতনায় তিনি শিবের স্তব করতে শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১৩

দক্ষ উবাচ

ভূয়াননুগ্রহ অহো ভবতা কৃতো মে
দণ্ডস্ত্বয়া ময়ি ভৃতো যদপি প্রলব্ধঃ ।
ন ব্রহ্মবন্ধুষু চ বাং ভগবন্নবজ্ঞা
তুভ্যং হরেশ্চ কুত এব ধৃতব্রতেষু ॥ ১৩ ॥

দক্ষঃ—রাজা দক্ষ; **উবাচ**—বলেছিলেন; **ভূয়ান্**—অত্যন্ত; **অনুগ্রহঃ**—কৃপা; **অহো**—হায়; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **কৃতঃ**—করা হয়েছে; **মে**—আমার প্রতি; **দণ্ডঃ**—দণ্ড; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **ময়ি**—আমাকে; **ভৃতঃ**—করা হয়েছে; **যৎ অপি**—যদিও; **প্রলব্ধঃ**—পরাজিত; **ন**—না; **ব্রহ্ম-বন্ধুষু**—অযোগ্য ব্রাহ্মণকে; **চ**—ও; **বাম্**—আপনারা উভয়ে; **ভগবন্**—হে প্রভু; **অবজ্ঞা**—অনাদর; **তুভ্যম্**—আপনার; **হরেঃ চ**—শ্রীবিষ্ণুর; **কুতঃ**—কোথায়; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **ধৃত-ব্রতেষু**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যিনি ব্রতী হয়েছেন।

অনুবাদ

রাজা দক্ষ বললেন—হে ভগবান শিব! আমি আপনার চরণে মহা অপরাধ করেছি, কিন্তু আপনি এতই কৃপাময় যে, আপনার অনুগ্রহ থেকে আমাকে বঞ্চিত করার পরিবর্তে, আপনি আমাকে দণ্ডদান করে আমার প্রতি অসীম কৃপা প্রদর্শন করেছেন। আপনি এবং শ্রীবিষ্ণু কখনও অযোগ্য ব্রাহ্মণদেরও উপেক্ষা করেন না। অতএব যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যুক্ত আমাকে আপনি কেন উপেক্ষা করবেন?

তাৎপর্য

দক্ষ যদিও নিজেকে পরাজিত বলে মনে করেছিলেন, তবুও তিনি জানতেন যে, তিনি যে দণ্ডভোগ করেছেন তা ছিল শিবের মহান কৃপা। তিনি স্মরণ করেছিলেন যে, শিব এবং বিষ্ণু কখনও ব্রাহ্মণদের উপেক্ষা করেন না, এমন কি সেই ব্রাহ্মণেরা অযোগ্য হলেও নয়। বৈদিক সভ্যতা অনুসারে, ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে কখনও কঠোরভাবে দণ্ড দেওয়া উচিত নয়। সেই দৃষ্টান্ত দেখা যায় অশ্বত্থামার প্রতি অর্জুনের আচরণে। অশ্বত্থামা ছিলেন একজন মহান ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যের পুত্র, এবং তিনি যদিও পাণ্ডবদের সব কটি ঘুমন্ত পুত্রদের হত্যা করার মহা পাপ করেছিলেন, যে জন্য শ্রীকৃষ্ণও তাঁকে নিন্দা করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন ব্রাহ্মণের পুত্র বলে, অর্জুন তাঁকে বধ না করে ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন। এখানে ব্যবহৃত *ব্রহ্ম-বন্ধুষু* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *ব্রহ্ম-বন্ধু* মানে হচ্ছে, যে-ব্যক্তি ব্রাহ্মণ পিতার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু যাঁর কার্যকলাপ ব্রাহ্মণোচিত নয়। এই প্রকার ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নন, *ব্রহ্ম-বন্ধু* । দক্ষ নিজেকে *ব্রহ্ম-বন্ধু* বলে প্রমাণ করেছিলেন। তিনি একজন মহান ব্রাহ্মণ পিতা ব্রহ্মার পুত্র ছিলেন, কিন্তু শিবের প্রতি তাঁর আচরণ ঠিক ব্রাহ্মণোচিত ছিল না; তাই তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। শিব এবং বিষ্ণু কিন্তু অযোগ্য ব্রাহ্মণদেরও কৃপা করেন। শিব দক্ষকে শত্রুবৎ দণ্ড দেননি; পক্ষান্তরে দক্ষকে তাঁর শুদ্ধ বুদ্ধিতে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি দণ্ড দিয়েছিলেন, যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি ভুল করেছেন। দক্ষ তা বুঝতে পেরেছিলেন, এবং তাঁরই মতো পতিত ব্রাহ্মণদের প্রতি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শিবের মহান কৃপা প্রদর্শন করার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। যদিও তিনি ছিলেন পতিত, তবুও তিনি যজ্ঞ করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, যেটি হচ্ছে ব্রাহ্মণের কর্তব্য, এবং এইভাবে তিনি শিবের প্রতি তাঁর স্তব শুরু করেছিলেন।

শ্লোক ১৪

বিদ্যাতপোব্রতধরান্ মুখতঃ স্ম বিপ্রান্
ব্রহ্মাত্মতত্ত্বমবিতুং প্রথমংত্বমস্রাক্ ।
তদ্ব্রাহ্মণান্ পরম সর্ববিপৎসু পাসি
পালঃ পশূনিব বিভো প্রগৃহীতদণ্ডঃ ॥ ১৪ ॥

বিদ্যা—বিদ্যা; **তপঃ**—তপস্যা; **ব্রত**—ব্রত; **ধরান্**—অনুসরণকারী; **মুখতঃ**—মুখ থেকে; **স্ম**—ছিল; **বিপ্রান্**—ব্রাহ্মণ; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **আত্ম-তত্ত্বম্**—আত্ম-উপলব্ধি; **অবিতুম্**—বিতরণ করার জন্য; **প্রথমম্**—প্রথমে; **ত্বম্**—আপনাকে; **অস্রাক্**—সৃষ্টি করেছিলেন; **তৎ**—তাই; **ব্রাহ্মণান্**—ব্রাহ্মণগণ; **পরম**—হে মহান; **সর্ব**—সমস্ত; **বিপৎসু**—বিপদে; **পাসি**—আপনি রক্ষা করেন; **পালঃ**—রক্ষকের মতো; **পশূন্**—পশুদের; **ইব**—মতো; **বিভো**—হে মহান; **প্রগৃহীত**—হস্তধৃত; **দণ্ডঃ**—দণ্ড।

অনুবাদ

হে মহান এবং শক্তিশালী শিব! বিদ্যা, তপ, ব্রত এবং আত্ম-তত্ত্বপরায়ণ ব্রাহ্মণদের রক্ষা করার জন্য প্রথমে ব্রহ্মা তাঁর মুখ থেকে আপনাকে সৃষ্টি করেছিলেন। গোপালক যেমন দণ্ড হস্তে গাভীদের রক্ষা করে, তেমনই আপনিও ব্রাহ্মণদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করার ফলে ধর্মকে রক্ষা করেন।

তাৎপর্য

সমাজে মানুষের বিশেষ কর্তব্য হচ্ছে, সামাজিক স্থিতি নির্বিশেষে, বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মন এবং ইন্দ্রিয় সংযমের অভ্যাস করা। শিবকে বলা হয় *পশুপতি,* কারণ তিনি উন্নত চেতনার স্তরে জীবদের রক্ষা করেন, যাতে তারা বৈদিক পদ্ধতিতে বর্ণ এবং আশ্রমের বিধি অনুসরণ করতে পারে। *পশু* শব্দে পশু এবং মানুষদেরও বোঝানো হয়। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা আধ্যাত্মিক চেতনায় বিশেষ উন্নত নয়, সেই সমস্ত পশু এবং পশুসদৃশ জীবদের শিব সর্বদাই রক্ষা করেন। এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি হয়েছে ভগবানের মুখ থেকে। আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, শিবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রতিনিধি বলে সম্বোধন করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণেরা বিষ্ণুর বিরাট-রূপের মুখ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, ক্ষত্রিয়রা তাঁর বাহু থেকে, বৈশ্যরা তাঁর উদর বা কোমর থেকে, এবং শূদ্ররা তাঁর পা থেকে

উৎপন্ন হয়েছেন। শরীরের মধ্যে মস্তক হচ্ছে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। বিষ্ণুর পূজার উদ্দেশ্যে দান গ্রহণ করার জন্য এবং বৈদিক জ্ঞান বিতরণ করার জন্য পরমেশ্বর ভগবানের মুখ থেকে ব্রাহ্মণেরা উৎপন্ন হয়েছেন। শিব *পশুপতি* নামে পরিচিত, কারণ তিনি ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য জীবদের রক্ষাকর্তা। তিনি অব্রাহ্মণ বা আত্ম-উপলব্ধির বিরোধী সংস্কৃতিহীন মানুষদের আক্রমণ থেকে তাঁদের রক্ষা করেন।

এই শব্দের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, যারা কেবল বেদের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার প্রতি আসক্ত, এবং পরমেশ্বর ভগবানের স্থিতি বুঝতে পারে না, তারা পশুদের থেকে অধিক উন্নত নয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, কেউ যদি বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও কৃষ্ণচেতনার বিকাশ না করে, তা হলে তার সেই সমস্ত প্রচেষ্টা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র। শিবের দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করার উদ্দেশ্য ছিল দক্ষকে দণ্ড দেওয়া, কারণ তিনি শিবকে উপেক্ষা করে মহা অপরাধ করেছিলেন। শিবের এই দণ্ড ঠিক রাখাল বালকের পশুদের ভয় দেখাবার জন্য হাতে লগুর রাখার মতো। সাধারণত বলা হয় যে, পশুদের রক্ষা করতে হলে দণ্ডের প্রয়োজন, কারণ পশুরা যুক্তি-তর্ক বোঝে না। যতক্ষণ লাঠি না থাকবে, ততক্ষণ তারা আজ্ঞা পালন করবে না। পাশবিক বৃত্তিসম্পন্ন মানুষদের জন্য বল প্রয়োগের আবশ্যকতা হয়, কিন্তু যারা উন্নত চেতনাসম্পন্ন, তাদের যুক্তি, তর্ক এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা বোঝানো যায়। যে-সমস্ত মানুষেরা ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণচেতনায় উন্নতি সাধন না করে কেবল বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত, তারা প্রায় পশুসদৃশ, এবং তাদের রক্ষা করার ভার শিবের উপর। তাই তিনি কখনও কখনও তাদের দণ্ড দেন, ঠিক যেভাবে তিনি দক্ষকে দণ্ড দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

যোঽসৌ ময়াবিদিততত্ত্বদৃশা সভায়াং
ক্ষিপ্তো দুরুক্তিবিশিখৈর্বিরগণয্য তন্মাম্ ।
অর্বাক্ পতন্তমর্হত্তমনিন্দয়াপাদ্
দৃষ্ট্যার্দ্রয়া স ভগবান্ স্বকৃতেন তুষ্যেৎ ॥ ১৫ ॥

যঃ—যিনি; **অসৌ**—সেই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **অবিদিত-তত্ত্ব**—প্রকৃত তত্ত্ব না জেনে; **দৃশা**—অভিজ্ঞতার দ্বারা; **সভায়াম্**—সভায়; **ক্ষিপ্তঃ**—তিরস্কৃত হয়েছিলেন; **দুরুক্তি**—কটূক্তি; **বিশিখৈঃ**—বাণের দ্বারা; **বিগণয্য**—গ্রাহ্য না করে; **তৎ**—তা; **মাম্**—আমাকে; **অর্বাক্**—অধঃ; **পতন্তম্**—নরকে পতিত; **অর্হৎ-তম**—সব চাইতে শ্রদ্ধেয়;

নিন্দয়া—নিন্দা করার দ্বারা ; **অপাৎ**—রক্ষা করেছিলেন; **দৃষ্ট্যা**—দর্শন করে; **আর্দ্রয়া**—কৃপার বশে; **সঃ**—সেই ; **ভগবান্**—ভগবন্; **স্ব-কৃতেন**—আপনার কৃপার দ্বারা; **তুষ্যেৎ**—প্রসন্ন হন।

অনুবাদ

আমি আপনার পূর্ণ মহিমা জানতাম না। তাই সভাস্থলে আপনার উপর আমি দুর্বাক্যরূপ বাণ বর্ষণ করেছিলাম, যদিও আপনি তা গ্রাহ্য করেননি। আপনার মতো পরম পূজ্য ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করার ফলে, আমি নরকে অধঃপতিত হতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে দণ্ডদান করে রক্ষা করেছেন। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে, আপনি কৃপাপূর্বক প্রসন্ন হোন, কারণ আমার কথার দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করার ক্ষমতা আমার নেই।

তাৎপর্য

ভক্ত যখন বিপত্তির সম্মুখীন হন, তখন তিনি সেই অবস্থাকে ভগবানের কৃপা বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে, দক্ষ শিবের প্রতি যেরকম অপমানজনক বাক্য প্রয়োগ করেছিলেন, তা তাঁকে অন্তহীন নরকে নিক্ষিপ্ত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁর প্রতি দয়ালু হওয়ার ফলে, শিব তাঁর অপরাধ মোচনের জন্য তাঁকে দণ্ডদান করেছিলেন। রাজা দক্ষ তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং শিবের উদার আচরণের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করে তা ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন। কখনও কখনও পিতা তাঁর শিশুপুত্রকে দণ্ড দেন, এবং পুত্র যখন বড় হয় তখন সে বুঝতে পারে যে, তার পিতা তাকে যে দণ্ড দিয়েছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে দণ্ড ছিল না, তা ছিল তাঁর কৃপার প্রকাশ। তেমনই, দক্ষ বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিব তাঁকে যে দণ্ড দিয়েছিলেন, তা ছিল তাঁর প্রতি শিবের করুণার প্রকাশ। সেটি কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার লক্ষণ। বলা হয় যে, কৃষ্ণভক্ত কোন দুর্দশাকে ভগবানের দেওয়া দণ্ড বলে কখনই মনে করেন না। জীবনের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাকে ভগবানের কৃপা বলেই তিনি মেনে নেন। তিনি মনে করেন, "আমার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে, আমার দণ্ডিত হওয়াই উচিত ছিল অথবা আরও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় পতিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ভগবান আমাকে রক্ষা করেছেন। তাই আমি কর্মের নিয়মে নামমাত্র দণ্ডভোগ করেছি।" এইভাবে ভগবানের কৃপা অনুভব করে ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই অধিক থেকে অধিকতর নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের শরণাগত হন, এবং তথাকথিত দণ্ডের দ্বারা একটুও বিচলিত হন না।

শ্লোক ১৬

মৈত্রেয় উবাচ

ক্ষমাপ্যৈবং স মীঢ্বাংসং ব্রহ্মণা চানুমন্ত্রিতঃ ।
কর্ম সন্তানয়ামাস সোপাধ্যায়র্ত্বিগাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মৈত্রেয় ঋষি; **উবাচ**—বললেন; **ক্ষমা**—ক্ষমা; **আপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **এবম্**—এইভাবে; **সঃ**—রাজা দক্ষ; **মীঢ্বাংসম্**—শিবকে; **ব্রহ্মণা**—ব্রহ্মা সহ; **চ**—ও; **অনুমন্ত্রিতঃ**—অনুমতি পেয়ে; **কর্ম**—যজ্ঞ; **সন্তানয়াম্ আস**—পুনরায় শুরু করেছিলেন; **স**—সহ; **উপাধ্যায়**—বিদ্বান ঋষিগণ; **ঋত্বিক্**—পুরোহিত; **আদিভিঃ**—এবং অন্যরা।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—এইভাবে শিব দক্ষকে ক্ষমা করলে, এবং রাজা দক্ষ ব্রহ্মার আজ্ঞায় উপাধ্যায় ও ঋত্বিকগণ সহ পুনরায় যজ্ঞকার্য আরম্ভ করলেন।

শ্লোক ১৭

বৈষ্ণবং যজ্ঞসন্তত্যৈ ত্রিকপালং দ্বিজোত্তমাঃ ।
পুরোডাশং নিরবপন্ বীরসংসর্গশুদ্ধয়ে ॥ ১৭ ॥

বৈষ্ণবম্—বিষ্ণু অথবা তাঁর ভক্তদের জন্য; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **সন্ততৈ্য**—অনুষ্ঠানের জন্য; **ত্রি-কপালম্**—তিন প্রকার নৈবেদ্য; **দ্বিজ-উত্তমাঃ**—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; **পুরোডাশম্**—পুরোডাশ নামক আহুতি; **নিরবপন্**—নিবেদন করেছিলেন; **বীর**—বীরভদ্র এবং শিবের অন্যান্য অনুচরেরা; **সংসর্গ**—স্পর্শজনিত দোষ; **শুদ্ধয়ে**—শুদ্ধির জন্য।

অনুবাদ

তার পর, যজ্ঞকার্য শুরু করার জন্য ব্রাহ্মণেরা প্রথমে বীরভদ্র এবং শিবের অন্যান্য প্রেত পার্ষদদের স্পর্শজনিত দোষের শুদ্ধির জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। তার পর তাঁরা অগ্নিতে পুরোডাশ নামক আহুতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তাৎপর্য

বীরভদ্র আদি শিবের অনুচর ও ভক্তদের *বীর* বলা হয়, এবং তারা হচ্ছে ভূত, প্রেত ও পিশাচ। তারা কেবল তাদের উপস্থিতির দ্বারাই যজ্ঞস্থল দূষিত করেনি, উপরন্তু মল-মূত্র ত্যাগ করে সমস্ত ব্যবস্থায় উৎপাত করেছিল। তাই, প্রথমে

পুরোডাশ আহুতি দিয়ে সেই দোষ নির্মল করতে হয়েছিল। বিষ্ণুযজ্ঞ বা বিষ্ণুর প্রতি নৈবেদ্য অর্পণ অশুচি অবস্থায় অনুষ্ঠান করা যায় না। অশুদ্ধ অবস্থায় কোন কিছু নিবেদন করাকে বলা হয় সেবাপরাধ। মন্দিরে শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহের আরাধনাও বিষ্ণুযজ্ঞ। তাই, সমস্ত বিষ্ণু মন্দিরে, যে-সমস্ত পুরোহিতরা অর্চনা-বিধির অনুষ্ঠান করেন, তাঁদের খুব পরিষ্কার থাকতে হয়। প্রতিটি সামগ্রী সব সময় খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, এবং ভোগও খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে তৈরি করতে হয়। এই সমস্ত বিধিগুলি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। *অর্চনা* সেবায় বত্রিশটি অপরাধ রয়েছে। তাই, অশুচি না হওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। সাধারণত, যখন কোন অনুষ্ঠান শুরু হয়, তখন শুদ্ধির জন্য সর্ব প্রথমে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পবিত্র নাম উচ্চারণ করা হয়। কেউ যদি বাইরে অথবা অন্তরে পবিত্র অথবা অপবিত্র থাকেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দিব্য নাম উচ্চারণ অথবা স্মরণ করলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যান। বীরভদ্র আদি শিবের অনুচরদের উপস্থিতির ফলে যজ্ঞস্থল অপবিত্র হয়েছিল, তাই সমস্ত যজ্ঞস্থল পবিত্র করতে হয়েছিল। যদিও শিব সেখানে ছিলেন এবং তিনি হচ্ছেন মঙ্গলময়, কিন্তু সেই স্থান পবিত্র করার প্রয়োজন ছিল, কারণ তাঁর অনুচরেরা বলপূর্বক সেখানে প্রবেশ করে বহু ঘৃণিত কার্য করেছিল। কেবল শ্রীবিষ্ণুর পবিত্র নাম *ত্রিকপাল* উচ্চারণ করার দ্বারা সেই স্থান পবিত্র করা সম্ভব হয়েছিল, যা ত্রিভুবন পবিত্র করে। অর্থাৎ, এখানে স্বীকার করা হয়েছে যে, শিবের অনুচরেরা সাধারণত অপবিত্র। এমন কি, তারা সাধারণ স্বাস্থ্যবিধিও পালন করে না; তারা নিয়মিতভাবে স্নান করে না, তারা লম্বা চুল রাখে, এবং গাঁজা খায়। এই প্রকার অসংযতভাবে যারা আচরণ করে, তাদেরকে ভূত-প্রেতের মধ্যে গণ্য করা হয়। যেহেতু তারা সেই যজ্ঞস্থানে উপস্থিত ছিল, তাই সেখানকার সমস্ত পরিবেশ দূষিত হয়ে গিয়েছিল, এবং *ত্রিকপাল* আহুতির দ্বারা সেই পরিবেশ শুদ্ধ করতে হয়েছিল, যা বিষ্ণুর মঙ্গলাচরণ সূচিত করে।

শ্লোক ১৮

অধ্বর্যুণাত্তহবিষা যজমানো বিশাম্পতে ।
ধিয়া বিশুদ্ধয়া দধ্যৌ তথা প্রাদুরভূদ্ধরিঃ ॥ ১৮ ॥

অধ্বর্যুণা—যজুর্বেদ সহ; **আত্ত**—গ্রহণ করে; **হবিষা**—ঘৃত সহ; **যজমানঃ**—রাজা দক্ষ; **বিশাম্-পতে**—হে বিদুর; **ধিয়া**—ধ্যানে; **বিশুদ্ধয়া**—শুদ্ধ; **দধ্যৌ**—নিবেদন করেছিলেন; **তথা**—তৎক্ষণাৎ; **প্রাদুঃ**—প্রকট; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বিদুরকে বললেন—প্রিয় বিদুর! বিশুদ্ধ চিত্তে রাজা দক্ষ যজুর্বেদীয় মন্ত্র সহ যজ্ঞে ঘৃত আহুতি দেওয়া মাত্রই, ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর আদি নারায়ণরূপে সেখানে প্রকট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণু সর্বব্যাপ্ত। কোন ভক্ত যখন পবিত্র চিত্তে, বিধি-নিষেধ পালন করে ভক্তি সহকারে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন তিনি শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করতে পারেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, ভক্ত ভগবৎ প্রেমরূপ অঞ্জনে রঞ্জিত চক্ষুর দ্বারা সর্বদাই তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন। ভগবান শ্যামসুন্দর তাঁর ভক্তদের প্রতি এতই কৃপালু।

শ্লোক ১৯

তদা স্বপ্রভয়া তেষাং দ্যোতয়ন্ত্যা দিশো দশ ।
মুষ্ণংস্তেজ উপানীতস্তার্ক্ষ্যেণ স্তোত্রবাজিনা ॥ ১৯ ॥

তদা—সেই সময়; **স্ব-প্রভয়া**—তাঁর নিজ প্রভার দ্বারা; **তেষাম্**—তাঁদের সকলকে; **দ্যোতয়ন্ত্যা**—জ্যোতির দ্বারা; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **দশ**—দশ; **মুষ্ণন্**—খর্ব করে; **তেজঃ**—জ্যোতি; **উপানীতঃ**—উপনীত হয়েছিলেন; **তার্ক্ষ্যেণ**—গরুড়ের দ্বারা; **স্তোত্র-বাজিনা**—যাঁর পক্ষদ্বয়কে বলা হয় বৃহৎ এবং রথন্তর।

অনুবাদ

ভগবান নারায়ণ বিশাল পক্ষযুক্ত তার্ক্ষ্য বা গরুড়ের স্কন্ধে আরূঢ় ছিলেন। ভগবান সেখানে আবির্ভূত হওয়া মাত্রই সমস্ত দিক আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, এবং তার ফলে সেখানে উপস্থিত ব্রহ্মা এবং অন্য সকলের জ্যোতি খর্ব হয়েছিল।

তাৎপর্য

পরবর্তী দুটি শ্লোকে নারায়ণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ২০

শ্যামো হিরণ্যরশনোঽর্ককিরীটজুষ্টো
নীলালকভ্রমরমণ্ডিতকুণ্ডলাস্যঃ ।
শঙ্খাব্জচক্রশরচাপগদাসিচর্ম-
ব্যগ্রৈর্হিরণ্ময়ভুজৈরিব কর্ণিকারঃ ॥ ২০ ॥

শ্যামঃ—শ্যামবর্ণ; **হিরণ্য-রশনঃ**—স্বর্ণবৎ কটিভূষণ; **অর্ক-কিরীট-জুষ্টঃ**—সূর্যের মতো উজ্জ্বল মুকুট; **নীল-অলক**—নীলাভ কেশদাম; **ভ্রমর**—ভ্রমর; **মণ্ডিত-কুণ্ডল-আস্যঃ**—কর্ণকুণ্ডলের দ্বারা সুশোভিত মুখ; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **অব্জ**—পদ্মফুল; **চক্র**—চক্র; **শর**—বাণ; **চাপ**—ধনুক; **গদা**—গদা; **অসি**—তরবারি; **চর্ম**—ঢাল; **ব্যগ্রৈঃ**—পূর্ণ; **হিরন্ময়**—স্বর্ণময় বলয় ও অঙ্গদ; **ভুজৈঃ**—বাহুসমূহ; **ইব**—যেন; **কর্ণিকারঃ**—পুষ্পবৃক্ষ।

অনুবাদ

তাঁর অঙ্গকান্তি শ্যামবর্ণ, বস্ত্র স্বর্ণের মতো পীত, এবং তাঁর কিরীট সূর্যের মতো দেদীপ্যমান। তাঁর কেশরাশি ভ্রমরের মতো নীলাভ, এবং তাঁর মুখমণ্ডল কর্ণকুণ্ডল-শোভিত। তাঁর আট হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনুক, বাণ, ঢাল ও তরবারি, এবং তাঁর বাহুসকল বলয়, অঙ্গদ আদি স্বর্ণ আভরণে সজ্জিত। তাঁর সারা অঙ্গ পুষ্পিত বৃক্ষের মতো শোভা ধারণ করেছিল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মুখমণ্ডলকে গুঞ্জনরত ভ্রমর-বেষ্টিত পদ্মফুলের মতো বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর শ্রীঅঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার রক্তিম স্বর্ণসদৃশ প্রাতঃকালীন সূর্যের আভা-সমন্বিত। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্য ভগবান ঠিক প্রাতঃকালীন সূর্যের মতো আবির্ভূত হন। তাঁর হাতে তিনি বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র ধারণ করেন, এবং তাঁর আটটি হাতের সঙ্গে পদ্মফুলের আটটি পাপড়ির তুলনা করা হয়েছে। এখানে যে-সমস্ত অস্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, সেইগুলি সবই তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য।

সাধারণত বিষ্ণুর চার হাতে চক্র, গদা, শঙ্খ এবং পদ্ম থাকে। এই চারটি প্রতীক বিষ্ণুর চারটি হাতে বিভিন্ন আয়োজনে সুবিন্যস্ত থাকতে দেখা যায়। তাঁর হাতের চক্র ও গদা অসুর ও দুষ্কৃতকারীদের দণ্ড দেওয়ার জন্য, এবং পদ্ম ও

শঙ্খ ভক্তদের আশীর্বাদ করার জন্য। সর্বদাই দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে—ভক্ত এবং অসুর। *ভগবদ্গীতায়* যে-কথা প্রতিপন্ন হয়েছে *(পরিত্রাণায় সাধূনাম্)*, ভগবান সর্বদাই তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য এবং অসুরদের বিনাশ করার জন্য প্রস্তুত থাকেন। এই জড় জগতে অসুর এবং ভক্ত রয়েছে, কিন্তু চিৎ-জগতে এই রকম কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু জড় এবং চিৎ উভয় জগতেরই অধীশ্বর। জড় জগতে প্রায় সকলেই আসুরিক ভাবাপন্ন, কিন্তু ভক্তও রয়েছেন, যাঁরা এই জড় জগতে রয়েছেন বলে মনে হলেও, তাঁরা সর্বদাই চিৎ-জগতে অবস্থিত। ভক্তের স্থিতি সর্বদাই জড়াতীত, এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁকে সর্বদা রক্ষা করেন।

শ্লোক ২১

বক্ষস্যধিশ্রিতবধূর্বনমাল্যুদার-
হাসাবলোককলয়া রময়ংশ্চ বিশ্বম্ ।
পার্শ্বভ্রমদ্ব্যজনচামররাজহংসঃ
শ্বেতাতপত্রশশিনোপরি রজ্যমানঃ ॥ ২১ ॥

বক্ষসি—বক্ষে; **অধিশ্রিত**—অবস্থিত; **বধূঃ**—বধূ (লক্ষ্মীদেবী); **বন-মালী**—বনফুলের মালা পরিহিত; **উদার**—সুন্দর; **হাস**—হাস্য; **অবলোক**—অবলোকন; **কলয়া**—কলা; **রময়ন্**—মনোহর; **চ**—এবং; **বিশ্বম্**—সারা জগৎ; **পার্শ্ব**—পার্শ্বে; **ভ্রমৎ**—আন্দোলিত; **ব্যজন-চামর**—ব্যজনের জন্য চমরী গাভীর শ্বেত পুচ্ছ; **রাজ-হংসঃ**—রাজহংস; **শ্বেত-আতপত্র-শশিনা**—চন্দ্রের মতো শ্বেত চন্দ্রাতপ; **উপরি**—উপরে; **রজ্য-মানঃ**—শোভমান।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বক্ষস্থলে লক্ষ্মীদেবী এবং কণ্ঠে বনফুলের মালা বিরাজিত ছিল, তাই তাঁকে অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত দেখাচ্ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল মধুর হাসির দ্বারা সুশোভিত ছিল, যা সারা জগৎকে, বিশেষ করে ভক্তদের মোহিত করতে পারে। তাঁর উভয় পার্শ্বে শ্বেত হংসের মতো শ্বেত চামর আন্দোলিত হচ্ছে, এবং তাঁর মাথার উপরে চন্দ্রের মতো শ্বেত চন্দ্রাতপ বিরাজ করছে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল সমগ্র জগৎকে মোহিত করে। কেবল ভক্তরাই নয়, অভক্তরাও তাঁর এই মধুর হাসির দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এই শ্লোকে

সূর্য, চন্দ্র, অষ্টদল-কমল এবং গুঞ্জনরত ভ্রমরের সঙ্গে চামর, চন্দ্রাতপ, মুখের পাশে দোদুল্যমান কর্ণকুণ্ডল, এবং তাঁর কৃষ্ণবর্ণ কেশদামের তুলনা করা হয়েছে! এই সব সহ তাঁর আট হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনুক, বাণ, ঢাল এবং তরোয়াল সমন্বিত বিষ্ণুর রূপ এতই চমৎকার ও সুন্দর ছিল যে, তা দক্ষ এবং ব্রহ্মা আদি দেবতা সহ সকলকেই মোহিত করেছিল।

শ্লোক ২২

তমুপাগতমালক্ষ্য সর্বে সুরগণাদয়ঃ ।
প্রণেমুঃ সহসোত্থায় ব্রহ্মেন্দ্রত্র্যক্ষনায়কাঃ ॥ ২২ ॥

তম্—তাঁকে; **উপাগতম্**—আগত; **আলক্ষ্য**—দেখে; **সর্বে**—সকলে; **সুর-গণ-আদয়ঃ**—দেবতা এবং অন্যরা; **প্রণেমুঃ**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **সহসা**—তৎক্ষণাৎ; **উত্থায়**—উঠে দাঁড়িয়ে; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মা; **ইন্দ্র**—ইন্দ্র; **ত্রি-অক্ষ**—শিব (ত্রিলোচন); **নায়কাঃ**—প্রমুখ।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সমাগত দেখে ব্রহ্মা, শিব, গন্ধর্ব এবং সেখানে উপস্থিত সমস্ত দেবতাগণ সকলে তাঁদের সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন শিব এবং ব্রহ্মারও পরম ঈশ্বর, অতএব দেবতা, গন্ধর্ব এবং সাধারণ জীবদের আর কি কথা। একটি বন্দনায় বলা হয়েছে, *যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতাঃ*—সমস্ত দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করেন। তেমনই, *ধ্যানাবস্থিত-তদ্-গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ*—ধ্যানস্থ হয়ে যোগীরা তাঁদের অন্তরে ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করেন। এইভাবে শ্রীবিষ্ণু সমস্ত দেবতাদের, সমস্ত গন্ধর্বদের এমন কি শিব এবং ব্রহ্মারও আরাধ্য। *তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ*—তাই বিষ্ণু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। যদিও পূর্বে, ব্রহ্মার প্রার্থনায় শিবকে পরম বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তবুও শ্রীবিষ্ণুর আগমনে শিবও তাঁকে তাঁর সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করেছেন।

শ্লোক ২৩

তত্তেজসা হতরুচঃ সন্নজিহ্মাঃ সসাধ্বসাঃ ।
মূর্ধ্না ধৃতাঞ্জলিপুটা উপতস্থুরধোক্ষজম্ ॥ ২৩ ॥

তৎ-তেজসা—তাঁর দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটার দ্বারা; **হত-রুচঃ**—যাঁদের প্রভাব ম্লান হয়েছিল; **সন্ন-জিহ্বাঃ**—বাক্ রুদ্ধ হয়ে; **স-সাধ্বসাঃ**—তাঁর ভয়ে ভীত; **মূর্ধ্না**—মস্তকের দ্বারা; **ধৃত-অঞ্জলি-পুটাঃ**—অঞ্জলিবদ্ধ হাত মস্তকে স্পর্শ করে; **উপতস্থুঃ**—প্রার্থনা করেছিলেন; **অধোক্ষজম্**—অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

নারায়ণের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় সকলের প্রভাব ম্লান হয়েছিল, এবং সকলেই নীরব হয়েছিলেন। সম্ভ্রম এবং শ্রদ্ধায় ভয়ভীত হয়ে, উপস্থিত সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে অবনত মস্তকে অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবানের স্তব করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

অপ্যর্বাগ্‌বৃত্তয়ো যস্য মহি ত্বাত্মভুবাদয়ঃ ।
যথামতি গৃণন্তি স্ম কৃতানুগ্রহবিগ্রহম্ ॥ ২৪ ॥

অপি—তবুও; **অর্বাক্-বৃত্তয়ঃ**—মানসিক ক্রিয়াকলাপের অতীত; **যস্য**—যাঁর; **মহি**—মহিমা; **তু**—কিন্তু; **আত্মভূ-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি; **যথা-মতি**—তাঁদের সামর্থ্য অনুসারে; **গৃণন্তি স্ম**—স্তব করেছিলেন; **কৃত-অনুগ্রহ**—তাঁর কৃপায় প্রকাশিত; **বিগ্রহম্**—চিন্ময় রূপ।

অনুবাদ

যদিও ব্রহ্মাদি দেবতারাও ভগবানের অনন্ত মহিমা অনুমান করতে অসমর্থ, তবুও ভগবানের কৃপায় তাঁরা তাঁর চিন্ময় রূপ দর্শন করতে পেরেছিলেন। কেবল তাঁর সেই কৃপার প্রভাবেই তাঁরা তাঁদের সামর্থ্য অনুসারে তাঁর প্রতি স্তব নিবেদন করতে পেরেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই অনন্ত, এবং তাঁর মহিমা পূর্ণরূপে বর্ণনা করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, এমন কি ব্রহ্মার মতো বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেও নয়। বলা হয় যে, ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার অনন্তদেবও তাঁর অনন্ত মুখে অনন্ত কাল ধরে ভগবানের মহিমা বর্ণনা করার চেষ্টা করেও তার অন্ত খুঁজে পাননি। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়, কিন্তু মানুষ তার বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে ভগবানের স্তব করতে পারে অথবা সেবা করতে

পারে। সেবার ভাবের দ্বারা এই ক্ষমতা বর্ধিত হয়। *সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ* মানে হচ্ছে ভগবানের সেবা শুরু হয় জিহ্বা থেকে। অর্থাৎ কীর্তন থেকে। হরে কৃষ্ণ কীর্তনের মাধ্যমে ভগবানের সেবা শুরু হয়। জিহ্বার আর একটি ক্রিয়া হচ্ছে ভগবানের প্রসাদ আস্বাদন করা বা গ্রহণ করা। অনন্তের সেবা শুরু জিহ্বা দ্বারা, এবং তার পূর্ণতা হয় কীর্তন ও প্রসাদ গ্রহণে। ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা। জিহ্বা হচ্ছে সব চাইতে অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়, কারণ তা অনেক অভক্ষ্য খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা করে, এবং তার ফলে জীবকে বদ্ধ জীবনের অন্ধকূপে বলপূর্বক প্রক্ষিপ্ত করে। জীব যখন এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়, তখন তাকে এত সমস্ত ঘৃণিত বস্তু খেতে হয় যার কোন অন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। জিহ্বাকে ভগবানের মহিমা কীর্তনে এবং ভগবানের প্রসাদ গ্রহণে যুক্ত করা উচিত, যাতে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিও সংযত হয়। কীর্তন হচ্ছে ঔষধ এবং প্রসাদ হচ্ছে পথ্য। এইভাবে আমরা ভগবানের সেবা শুরু করতে পারি, এবং সেবা যত বাড়তে থাকে, ভগবানও ভক্তের কাছে ততই নিজেকে প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর মহিমার কোন অন্ত নেই, এবং তাঁর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে রাখারও কোন অন্ত নেই।

শ্লোক ২৫

দক্ষো গৃহীতার্হণসাদনোত্তমং
যজ্ঞেশ্বরং বিশ্বসৃজাং পরং গুরুম্ ।
সুনন্দনন্দাদ্যনুগৈর্বৃতং মুদা
গৃণন্ প্রপেদে প্রযতঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২৫ ॥

দক্ষঃ—দক্ষ; **গৃহীত**—গ্রহণ করেছিলেন; **অর্হণ**—ন্যায্য; **সাদন-উত্তমম্**—যজ্ঞপাত্র; **যজ্ঞ-ঈশ্বরম্**—সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বরকে; **বিশ্ব-সৃজাম্**—সমস্ত প্রজাপতিদের; **পরম্**—পরম; **গুরুম্**—গুরু; **সুনন্দ-নন্দ-আদি-অনুগৈঃ**—সনন্দ এবং নন্দ আদি পার্ষদদের দ্বারা; **বৃতম্**—পরিবৃত; **মুদা**—মহা আনন্দে; **গৃণন্**—স্তব করে; **প্রপেদে**—শরণ গ্রহণ করেছিলেন; **প্রযতঃ**—বিনীতভাবে; **কৃত-অঞ্জলিঃ**—করজোড়ে।

অনুবাদ

যখন ভগবান বিষ্ণু যজ্ঞে নিবেদিত আহুতি গ্রহণ করলেন, তখন প্রজাপতি দক্ষ অত্যন্ত আনন্দ সহকারে তাঁর স্তুতি করতে আরম্ভ করেছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত যজ্ঞের ঈশ্বর এবং সমস্ত প্রজাপতিদের গুরু, এবং তিনি নন্দ ও সুনন্দ আদি পার্ষদদের দ্বারাও সেবিত।

শ্লোক ২৬

দক্ষ উবাচ

শুদ্ধং স্বধাম্ন্যুপরতাখিলবুদ্ধ্যবস্থং
চিন্মাত্রমেকমভয়ং প্রতিষিধ্য মায়াম্ ।
তিষ্ঠংস্তয়ৈব পুরুষত্বমুপেত্য তস্যা-
মাস্তে ভবানপরিশুদ্ধ ইবাত্মতন্ত্রঃ ॥ ২৬ ॥

দক্ষঃ—দক্ষ; **উবাচ**—বললেন; **শুদ্ধম্**—শুদ্ধ; **স্ব-ধাম্নি**—আপনার নিজের ধামে; **উপরত-অখিল**—সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত; **বুদ্ধি-অবস্থম্**—মনোধর্মী কল্পনার অবস্থা; **চিৎ-মাত্রম্**—সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়; **একম্**—অদ্বিতীয়; **অভয়ম্**—নির্ভয়; **প্রতিষিধ্য**—নিয়ন্ত্রণ করে; **মায়াম্**—জড় শক্তি; **তিষ্ঠন্**—অবস্থিত হয়ে; **তয়া**—মায়া সহ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পুরুষত্বম্**—পর্যবেক্ষক; **উপেত্য**—প্রবেশ করে; **তস্যাম্**—তাঁর; **আস্তে**—উপস্থিত; **ভবান্**—আপনি; **অপরিশুদ্ধঃ**—অশুদ্ধ; **ইব**—যেন; **আত্ম-তন্ত্রঃ**—আত্মনির্ভর।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানকে সম্বোধন করে দক্ষ বললেন—হে প্রভু! আপনি কল্পনাপ্রসূত সমস্ত অবস্থার অতীত। আপনি সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, নির্ভয়, এবং সর্ব অবস্থাতেই আপনি মায়াধীশ। যদিও আপনি জড়া প্রকৃতিতে আবির্ভূত হন, কিন্তু আপনি মায়াতীত। আপনি সর্বদাই জড় কলুষ থেকে মুক্ত কেননা আপনি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র।

শ্লোক ২৭

ঋত্বিজ ঊচুঃ

তত্ত্বং ন তে বয়মনঞ্জন রুদ্রশাপাৎ
কর্মণ্যবগ্রহধিয়ো ভগবন্‌বিদামঃ ।
ধর্মোপলক্ষণমিদং ত্রিবৃদধ্বরাখ্যং
জ্ঞাতং যদর্থমধিদৈবমদোব্যবস্থাঃ ॥ ২৭ ॥

ঋত্বিজঃ—পুরোহিতগণ; **ঊচুঃ**—বলতে শুরু করলেন; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **ন**—না; **তে**—আপনার; **বয়ম্**—আমরা সকলে; **অনঞ্জন**—জড় কলুষ-রহিত; **রুদ্র**—শিব; **শাপাৎ**—তাঁর অভিশাপের দ্বারা; **কর্মণি**—সকাম কর্মে; **অবগ্রহ**—অত্যন্ত আসক্ত হয়ে; **ধিয়ঃ**—এই প্রকার বুদ্ধিমত্তার; **ভগবন্**—হে ভগবান; **বিদামঃ**—জানি; **ধর্ম**—ধর্ম; **উপলক্ষণম্**—লক্ষণ; **ইদম্**—এই; **ত্রি-বৃৎ**—বৈদিক জ্ঞানের তিনটি বিভাগ; **অধ্বর**—যজ্ঞ; **আখ্যম্**— নামক; **জ্ঞাতম্**—জ্ঞাত; **যৎ**—যা; **অর্থম্**—উদ্দেশ্যে; **অধিদৈবম্**—দেবতাদের পূজা করার জন্য; **অদঃ**—এই; **ব্যবস্থাঃ**—আয়োজন।

অনুবাদ

ভগবানকে সম্বোধন করে ঋত্বিকেরা বললেন—হে ভগবান! আপনি জড় কলুষের অতীত, শিবের অনুচরদের অভিশাপের ফলে আমরা সকাম কর্মে আসক্ত হয়েছি, এবং তার ফলে আমরা এখন অধঃপতিত হয়েছি এবং আপনার বিষয়ে তাই আমরা কিছুই জানি না। যজ্ঞ করার অজুহাতে আমরা এখন বৈদিক জ্ঞানের তিনটি বিভাগের অনুশাসনে জড়িয়ে পড়েছি। আমরা জানি যে, আপনি দেবতাদের স্বীয় ভাগ প্রদান করার আয়োজন করেছেন।

তাৎপর্য

বেদকে বলা হয় *ত্রৈগুণ্য-বিষয়া বেদাঃ* (*ভগবদ্গীতা* ২/৪৫)। যারা *বেদের* ঐকান্তিক অধ্যয়নকারী, তারা *বেদে* বর্ণিত অনুষ্ঠানসমূহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, এবং তাই এই বেদবাদীরা বুঝতে পারে না যে, বেদের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুকে জানা। কিন্তু, যাঁরা বেদের গুণময়ী আকর্ষণ অতিক্রম করেছেন, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, যিনি কখনই জড় জগতের গুণের দ্বারা কলুষিত হন না। তাই এখানে শ্রীবিষ্ণুকে *অনঞ্জন* (জড় কলুষ থেকে মুক্ত) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। *ভগবদ্গীতায়* (২/৪২) শ্রীকৃষ্ণ অপরিণত বেদবাদীদের নিন্দা করে বলেছেন—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥

"অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরা বেদের আলঙ্কারিক বাণীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, এবং তারা বলে তার অতীত আর কিছু নেই।"

শ্লোক ২৮

সদস্যা ঊচুঃ

উৎপত্ত্যধ্বন্যশরণ উরুক্লেশদুর্গেঽন্তকোগ্র-
ব্যালান্বিষ্টে বিষয়মৃগতৃষ্যাত্মগেহোরুভারঃ ।
দ্বন্দ্বশ্বভ্রে খলমৃগভয়ে শোকদাবেঽজ্ঞসার্থঃ
পাদৌকস্তে শরণদ কদা যাতি কামোপসৃষ্টঃ ॥ ২৮ ॥

সদস্যাঃ—সভার সদস্যরা; **ঊচুঃ**—বললেন; **উৎপত্তি**—জন্ম-মৃত্যুর চক্র; **অধ্বনি**—মার্গে; **অশরণে**—নিরাশ্রয়; **উরু**—মহান; **ক্লেশ**—কষ্টকর; **দুর্গে**—দুর্ভেদ্য দুর্গে; **অন্তক**—অন্ত; **উগ্র**—ভয়ঙ্কর; **ব্যাল**—সর্প; **অন্বিষ্টে**—পরিপূর্ণ; **বিষয়**—জড় সুখ; **মৃগ-তৃষি**—মরীচিকা; **আত্ম**—দেহ; **গেহ**—গৃহ; **উরু**—ভারি; **ভারঃ**—বোঝা; **দ্বন্দ্ব**—দ্বন্দ্ব; **শ্বভ্রে**—তথাকথিত সুখ-দুঃখের গর্ত; **খল**—বঞ্চক; **মৃগ**—পশু; **ভয়ে**—ভীত হয়ে; **শোক-দাবে**—শোকরূপ দাবাগ্নি; **অজ্ঞ-স-অর্থঃ**—অজ্ঞ ব্যক্তিদের স্বার্থে; **পাদ-ওকঃ**—আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়; **তে**—আপনাকে; **শরণ-দ**—শরণ প্রদানকারী; **কদা**—কখন; **যাতি**—গিয়েছিল; **কাম-উপসৃষ্টঃ**—সব রকম বাসনার দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে।

অনুবাদ

সভার সদস্যরা ভগবানকে সম্বোধন করে বললেন—হে সন্তপ্ত জীবদের একমাত্র আশ্রয়! বদ্ধ জীবনের এই দুর্ভেদ্য দুর্গে কালরূপী সর্প সর্বদা দংশন করতে উদ্যত হয়ে রয়েছে। এই জগৎ তথাকথিত সুখ এবং দুঃখের গর্তে পূর্ণ, এবং সেখানে বহু হিংস্র পশু সর্বদা আক্রমণ করতে উদ্যত। শোকরূপী অগ্নি সর্বদা সেখানে জ্বলছে, এবং অলীক সুখের মরীচিকা সর্বদা জীবকে প্রলোভিত করছে, কিন্তু তা থেকে কারও আশ্রয়ের কোন স্থান নেই। তাই অজ্ঞ ব্যক্তিরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে, সর্বদা তাদের তথাকথিত কর্তব্যের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে বাস করছে, এবং আমরা জানি না কখন তারা আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করবে।

তাৎপর্য

যারা কৃষ্ণভক্ত নয়, তাদের জীবন অত্যন্ত শোচনীয়, যার বর্ণনা এই শ্লোকে করা হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত পরিস্থিতির কারণ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হওয়া। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সমস্ত মোহাচ্ছন্ন এবং দুর্দশাক্লিষ্ট

ব্যক্তিদের ত্রাণ করা। তাই সমগ্র মানব-সমাজের জন্য এটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রাণ কার্য, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই সংস্থায় যাঁরা কর্ম করছেন, তাঁরাই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী, কারণ তাঁরা সমস্ত জীবের পরম সুহৃৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন।

শ্লোক ২৯

রুদ্র উবাচ

তব বরদ বরাঙ্ঘ্রাবাশিষেহাখিলার্থে
হ্যপি মুনিভিরসক্তৈরাদরেণার্হণীয়ে ।
যদি রচিতধিয়ং মাবিদ্যলোকোঽপবিদ্ধং
জপতি ন গণয়ে তত্ত্বৎপরানুগ্রহেণ ॥ ২৯ ॥

রুদ্রঃ উবাচ—শ্রীশিব বললেন; **তব**—আপনার; **বর-দ**—হে পরম হিতৈষী; **বর-অঙ্ঘ্রৌ**—অমূল্য চরণ-কমল; **আশিষা**—ইচ্ছার দ্বারা; **ইহ**—জড় জগতে; **অখিল-অর্থে**—পূর্ণ করার জন্য; **হি অপি**—নিশ্চিতভাবে; **মুনিভিঃ**—মুনিদের দ্বারা; **অসক্তৈঃ**—মুক্ত; **আদরেণ**—আদরপূর্বক; **অর্হণীয়ে**—পূজ্য; **যদি**—যদি; **রচিত-ধিয়ম্**—মন স্থির; **মা**—আমাকে; **অবিদ্য-লোকঃ**—অজ্ঞানী ব্যক্তিরা; **অপবিদ্ধম্**—অশুদ্ধ কর্ম; **জপতি**—উচ্চারণ করে; **ন গণয়ে**—গ্রাহ্য করি না; **তৎ**—তা; **ত্বৎ-পর-অনুগ্রহেণ**—আপনার মতো কৃপার দ্বারা।

অনুবাদ

শিব বললেন—হে ভগবান! আমার মন এবং চেতনা নিরন্তর আপনার শ্রীপাদপদ্মে স্থির থাকে, যা সমস্ত অভীষ্টপ্রদ হওয়ার ফলে সমস্ত মুক্ত মহর্ষিদের দ্বারা পূজিত। আপনার চরণ-কমলে আমার মন স্থির হয়েছে বলে, যারা আমার কার্যকলাপ অশুভ বলে আমার নিন্দা করে, তাদের দ্বারা আমি আর বিচলিত হই না। তাদের দোষারোপে আমি কিছু মনে করি না, এবং দয়াবশত আমি তাদের ক্ষমা করি, ঠিক যেমন আপনি সমস্ত জীবদের প্রতি আপনার করুণা প্রদর্শন করেন।

তাৎপর্য

এখানে শিব ক্রুদ্ধ হয়ে দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করার জন্য খেদ প্রকাশ করছেন। রাজা দক্ষ তাঁকে নানাভাবে অপমান করেছিলেন, এবং তার ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি সমস্ত

যজ্ঞ তচনচ করে দিয়েছিলেন। পরে, তিনি যখন প্রসন্ন হয়েছিলেন, তখন পুনরায় যজ্ঞের আয়োজন করা হয়, এবং তাই তিনি তাঁর কার্যকলাপের জন্য অনুশোচনা করেছিলেন। এখন তিনি বলছেন যে, যেহেতু তাঁর মন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মে স্থির হয়েছে, তাই তাঁর আচরণের সমালোচনায় তিনি আর বিচলিত হন না। শিবের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, যতক্ষণ মানুষ জড়-জাগতিক স্তরে থাকে, ততক্ষণ সে প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু যখনই সে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়, তখন আর এই প্রকার জড় কার্যকলাপের দ্বারা সে প্রভাবিত হয় না। তাই সর্বদাই ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনায় স্থির হওয়া উচিত। এই প্রকার ভক্ত যে কখনও জড়া প্রকৃতির তিন গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হবেন না, নিশ্চিতভাবে সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—যিনি ভগবানের চিন্ময় সেবায় স্থির হয়েছেন, তিনি জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্ম উপলব্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁর আর জড় বিষয়ের প্রতি কোন আকাঙ্ক্ষা বা অনুশোচনা থাকে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সর্বদা কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া উচিত এবং কখনই ভগবানের সঙ্গে চিন্ময় সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। প্রত্যেকেরই কর্তব্য হচ্ছে এই কার্যক্রম নিষ্ঠা সহকারে পালন করা। শিবের উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনাময়, এবং তার ফলে তিনি জড়-জাগতিক ক্লেশ থেকে মুক্ত থাকেন। অতএব জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষ থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে, সুদৃঢ় নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন করা।

শ্লোক ৩০

ভৃগুরুবাচ

যন্মায়য়া গহনয়াপহৃতাত্মবোধা
ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতস্তমসি স্বপন্তঃ ।
নাত্মনশ্রিতং তব বিদন্ত্যধুনাপি তত্ত্বং
সোঽয়ং প্রসীদতু ভবান্ প্রণতাত্মবন্ধুঃ ॥ ৩০ ॥

ভৃগুঃ উবাচ—শ্রীভৃগু বললেন; **যৎ**—যিনি; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **গহনয়া**—দুর্লঙ্ঘ্য; **অপহৃত**—অপহৃত; **আত্ম-বোধাঃ**—স্বরূপ সম্বন্ধীয় জ্ঞান; **ব্রহ্ম-আদয়ঃ**—ব্রহ্মা আদি; **তনু-ভৃতঃ**—জীবাত্মা সহ; **তমসি**—মোহের অন্ধকারে; **স্বপন্তঃ**—সুপ্ত; **ন**—না;

আত্মন্—জীবাত্মায়; **শ্রিতম্**—অবস্থিত; **তব**—আপনার; **বিদন্তি**—জানে; **অধুনা**—এখন; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **তত্ত্বম্**—পরম পদ; **সঃ**—আপনি; **অয়ম্**—এই; **প্রসীদতু**—প্রসন্ন হন; **ভবান্**—আপনি; **প্রণত-আত্ম**—শরণাগত আত্মা; **বন্ধুঃ**—সখা।

অনুবাদ

শ্রীভৃগু বললেন—হে ভগবান! ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সকলেই আপনার দুর্লঙ্ঘ্য মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন, এবং তার ফলে তারা তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত নয়। প্রত্যেকেই তার দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, এবং তার ফলে তারা মোহের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আপনি যে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন, তা তারা বস্তুত বুঝতে পারে না, এমন কি তারা আপনার পরম পদও বুঝতে পারে না। কিন্তু আপনি হচ্ছেন সমস্ত শরণাগত জীবের সুহৃৎ এবং রক্ষক। তাই, আপনি আমাদের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করুন।

তাৎপর্য

দক্ষযজ্ঞে ব্রহ্মা এবং শিব সমেত সকলেই যে কলঙ্কজনক আচরণ করেছিলেন, ভৃগু মুনি সেই কথা অবগত ছিলেন। এই জড় জগতে সমস্ত জীবদের মধ্যে প্রধান ব্রহ্মার নাম উল্লেখ করার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, এই জড় জগতে সকলেই, এমন কি ব্রহ্মা এবং শিব পর্যন্ত জড়া প্রকৃতির প্রভাবে দেহাত্মবুদ্ধি-সমন্বিত—বিষ্ণুই কেবল দেহাত্মবুদ্ধির অতীত। সেটিই হচ্ছে ভৃগুর বিচার। মানুষ যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধির অধীন হয়ে থাকে, ততক্ষণ তার পক্ষে পরমাত্মা বা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করা খুব কঠিন। তিনি যে ব্রহ্মার থেকে মহান নন, সেই কথা ভালভাবে অবগত হয়ে, ভৃগু নিজেকেও সেই অপরাধীদের তালিকাভুক্ত করেছেন। অজ্ঞ ব্যক্তি বা বদ্ধ জীবদের মায়ার বশীভূত হয়ে তাদের শোচনীয় অবস্থা স্বীকার করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। একমাত্র উপায় হচ্ছে বিষ্ণুর শরণাগত হওয়া এবং সর্বদা তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা। উদ্ধারের জন্য কেবল ভগবানের অহৈতুকী কৃপার উপর নির্ভর করা উচিত এবং নিজের শক্তির উপর লেশমাত্রও নির্ভর করা উচিত নয়। সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তির আদর্শ স্থিতি। ভগবান সকলেরই সুহৃৎ, কিন্তু তিনি শরণাগত আত্মার প্রতি বিশেষভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ। তাই, জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবদের পক্ষে সব চাইতে সরল উপায় হচ্ছে সর্বদা ভগবানের শরণাগত হয়ে থাকা, তা হলে

ভগবান জড় কলুষের বন্ধন থেকে উদ্ধার করার জন্য তাকে সর্বতোভাবে প্রতিরক্ষা প্রদান করবেন।

শ্লোক ৩১

ব্রহ্মোবাচ

নৈতৎস্বরূপং ভবতোঽসৌ পদার্থ-
ভেদগ্রহৈঃ পুরুষো যাবদীক্ষেৎ ।
জ্ঞানস্য চার্থস্য গুণস্য চাশ্রয়ো
মায়াময়াদ্ ব্যতিরিক্তো মতস্ত্বম্ ॥ ৩১ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মা বললেন; **ন**—না; **এতৎ**—এই; **স্বরূপম্**—নিত্য স্বরূপ; **ভবতঃ**—আপনার; **অসৌ**—সেই; **পদ-অর্থ**—জ্ঞান; **ভেদ**—ভিন্ন; **গ্রহৈঃ**—প্রাপ্তির ফলে; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **যাবৎ**—যতক্ষণ; **ঈক্ষেৎ**—দর্শন করতে চায়; **জ্ঞানস্য**—জ্ঞানের; **চ**—ও; **অর্থস্য**—উদ্দেশ্যে; **গুণস্য**—জ্ঞান লাভের উপায়; **চ**—ও; **আশ্রয়ঃ**—আধার; **মায়া-ময়াৎ**—মায়ার দ্বারা নির্মিত; **ব্যতিরিক্তঃ**—ভিন্ন; **মতঃ**—অভিমত; **ত্বম্**—আপনি।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—যদি কেউ জ্ঞান লাভের বিভিন্ন পন্থার মাধ্যমে আপনাকে জানার চেষ্টা করেন, তা হলে তিনি কখনই আপনার ব্যক্তিত্ব এবং নিত্য স্বরূপ বুঝতে পারবেন না। আপনার স্থিতি সর্বদাই জড় সৃষ্টির অতীত, কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আপনাকে জানার প্রয়াস হচ্ছে ভৌতিক, কারণ সেই জ্ঞান অর্জনের উপায় এবং উদ্দেশ্যও ভৌতিক।

তাৎপর্য

বলা হয় যে, ভগবানের দিব্য নাম, গুণ, লীলা, উপকরণ ইত্যাদি জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। জ্ঞানীরা মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা পরমতত্ত্বকে জানার যে প্রয়াস করেন তা সর্বদাই ব্যর্থ হয়, কারণ পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা, উদ্দেশ্য এবং উপায় সবই ভৌতিক। ভগবান জড় সৃষ্টির অতীত অপ্রাকৃত। এই তত্ত্ব মহান নির্বিশেষবাদী শঙ্করাচার্যও স্বীকার করেছেন—*নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদ্ অণ্ডম্ অব্যক্ত-সম্ভবম্* । অব্যক্ত, অর্থাৎ আদি উপাদান কারণ হচ্ছে জড় সৃষ্টির

অতীত এবং তা হচ্ছে জড় জগতের কারণ। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ জড় জগতের অতীত, তাই কোন রকম জড়-জাগতিক উপায়ে তাঁর সম্বন্ধে কেউ জল্পনা-কল্পনা করতে পারে না। কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তির চিন্ময় পন্থার দ্বারাই পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। *ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি*—ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়! নির্বিশেষবাদী এবং সবিশেষবাদীদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, নির্বিশেষবাদীরা তাদের সীমিত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সমীপবর্তী হতে পারে না, কিন্তু সবিশেষবাদী ভগবদ্ভক্তরা চিন্ময় প্রেমময়ী সেবার মাধ্যমে ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধান করেন। *সেবোন্মুখে হি*—ভক্তের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন। জড়বাদী মানুষেরা কখনও ভগবানকে জানতে পারে না, যদিও তিনি তাদের সম্মুখে উপস্থিত রয়েছেন। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই এই প্রকার জড়বাদীদের *মূঢ়* বলে নিন্দা করেছেন। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, "মূঢ়রাই কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য স্থিতি অথবা তাঁর চিন্ময় শক্তি যে কি, সেই সম্বন্ধে অবগত নয়।" তাঁর পরম ভাব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার ফলে, নির্বিশেষবাদীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করে, কিন্তু ভক্তরা তাঁদের সেবা বৃত্তির দ্বারা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে জানতে পারেন। *ভগবদ্গীতার* দশম অধ্যায়ে, অর্জুনও প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের ব্যক্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন।

শ্লোক ৩২

ইন্দ্র উবাচ

ইদমপ্যচ্যুত বিশ্বভাবনং
বপুরানন্দকরং মনোদৃশাম্ ।
সুরবিদ্বিট্ক্ষপণৈরুদায়ুধৈ-
র্ভুজদণ্ডৈরুপপন্নমষ্টভিঃ ॥ ৩২ ॥

ইন্দ্রঃ উবাচ—দেবরাজ ইন্দ্র বললেন; **ইদম্**—এই; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **বিশ্ব-ভাবনম্**—বিশ্বের কল্যাণের জন্য; **বপুঃ**—চিন্ময় রূপ; **আনন্দ-করম্**—আনন্দের কারণ; **মনঃ-দৃশাম্**—মন এবং চক্ষুর; **সুর-বিদ্বিট্**—ভক্ত এবং

বিদ্বেষী; **ক্ষপণৈঃ**—দণ্ডদান করার দ্বারা; **উদ্-আয়ুধৈঃ**—উদ্যত অস্ত্রের দ্বারা; **ভুজ-দণ্ডৈঃ**—বাহুর দ্বারা; **উপপন্নম্**—যুক্ত; **অষ্টভিঃ**—আটটি।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—হে ভগবান! প্রতিটি হস্তে অস্ত্র-সমন্বিত আপনার এই অষ্টভুজ দিব্য রূপ সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য প্রকট হয়, এবং তা মন ও নেত্রের অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এই রূপে আপনি ভক্ত-বিদ্বেষী অসুরদের দণ্ড দেওয়ার জন্য সর্বদা তৎপর।

তাৎপর্য

শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণু চতুর্ভুজরূপে প্রকট হন, কিন্তু এই বিশেষ যজ্ঞস্থলে বিষ্ণু অষ্টভুজ রূপে এসেছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বলেছেন, "যদিও আমরা আপনার চতুর্ভুজ রূপ দেখতে অভ্যস্ত, কিন্তু আপনার এই অষ্টভুজ রূপও চতুর্ভুজ রূপের মতোই বাস্তব।" যেমন ব্রহ্মা বলেছেন, ভগবানের চিন্ময় রূপ উপলব্ধি করা ইন্দ্রিয় শক্তির অতীত। ব্রহ্মার সেই উক্তির উত্তরে দেবরাজ ইন্দ্র বলেছেন যে, যদিও ভগবানের দিব্য স্বরূপ জড় ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নয়, তবুও তাঁর কার্যকলাপ এবং তাঁর চিন্ময় রূপ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভগবানের অসামান্য রূপ, অসামান্য কার্যকলাপ এবং অসামান্য সৌন্দর্য সাধারণ মানুষেরাও দর্শন করতে পারে। যেমন, শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে একটি ছয় কিংবা সাত বছর বয়সের বালকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন ব্রজবাসীরা তাঁর শরণাগত হয়েছিলেন। সেখানে প্রচণ্ড বারি বর্ষণ হচ্ছিল এবং ভগবান তাঁর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের উপর গোবর্ধন পর্বতকে সাত দিন ধারণ করে বৃন্দাবনবাসীদের রক্ষা করেছিলেন। ভগবানের এই অসামান্য গুণ জড় ইন্দ্রিয়ের সীমার মধ্যে জল্পনা-কল্পনাকারী জড়বাদীদের অন্তরেও বিশ্বাস উৎপাদন করবে। ভগবানের কার্যকলাপ ব্যবহারিক দৃষ্টিতেও মনোমুগ্ধকর। কিন্তু নির্বিশেষবাদীরা তাঁর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে না, কারণ তারা তাদের নিজেদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তুলনা করে পরমেশ্বর ভগবানের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে চর্চা করে। যেহেতু এই জড় জগতে কোন মানুষই একটি পর্বত উঠাতে পারে না, তাই তারা বিশ্বাস করে না যে, ভগবান তা করতে পারেন। তারা মনে করে যে, *শ্রীমদ্ভাগবতের* কাহিনী হচ্ছে রূপক এবং তারা তাদের নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে তার অর্থ নিরূপণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভগবান সমস্ত বৃন্দাবনবাসীদের সমক্ষে গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করেছিলেন, যা ব্যাসদেব, নারদ প্রমুখ আচার্যেরা প্রতিপন্ন করেছেন। ভগবানের কার্যকলাপ, লীলা, এবং

অসাধারণ বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে গ্রহণ করা উচিত, এবং তার ফলে আমাদের বর্তমান অবস্থাতেই আমরা ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারব। এখানে দেবরাজ ইন্দ্র প্রতিপন্ন করেছেন, "আপনার অষ্টভুজ রূপ আপনার চতুর্ভুজেরই মতো।" সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

শ্লোক ৩৩

পত্ন্য ঊচুঃ

যজ্ঞোঽয়ং তব যজনায় কেন সৃষ্টো
বিধ্বস্তঃ পশুপতিনাদ্য দক্ষকোপাৎ ।
তং নস্ত্বং শবশয়নাভশান্তমেধং
যজ্ঞাত্মন্নলিনরুচা দৃশা পুনীহি ॥ ৩৩ ॥

পত্ন্যঃ ঊচুঃ—ঋত্বিক-পত্নীরা বললেন; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **অয়ম্**—এই; **তব**—আপনার; **যজনায়**—পূজার জন্য; **কেন**—ব্রহ্মার দ্বারা; **সৃষ্টঃ**—আয়োজিত; **বিধ্বস্তঃ**—নষ্ট; **পশুপতিনা**—শিবের দ্বারা; **অদ্য**—আজ; **দক্ষ-কোপাৎ**—দক্ষের প্রতি ক্রোধ থেকে; **তম্**—তা; **নঃ**—আমাদের; **ত্বম্**—আপনি; **শব-শয়ন্**—মৃত দেহ; **আভ**—মতো; **শান্ত-মেধম্**—নিশ্চল বলির পশু; **যজ্ঞ-আত্মন্**—হে যজ্ঞেশ্বর; **নলিন**—পদ্ম; **রুচা**—সুন্দর; **দৃশা**—আপনার দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **পুনীহি**—পবিত্র করে।

অনুবাদ

ঋত্বিক-পত্নীগণ বললেন—হে ভগবান! ব্রহ্মার নির্দেশে এই যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে শিব এই যজ্ঞ নষ্ট করেছিলেন, এবং তাঁর ক্রোধের ফলে যজ্ঞে বলির পশুরা মৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। তাই যজ্ঞের সমস্ত প্রস্তুতি নষ্ট হয়েছে। এখন আপনার পদ্মপলাশ-লোচনের দৃষ্টিপাতের দ্বারা এই যজ্ঞস্থলকে পুনঃ পবিত্র করুন।

তাৎপর্য

যজ্ঞে পশু বলি দেওয়া হত তাদের নব জীবন দান করার উদ্দেশ্যে, সেখানে পশুদের আনার উদ্দেশ্যই ছিল তাই। যজ্ঞে পশু উৎসর্গ করে তাদের নব জীবন প্রদানের মন্ত্রোচ্চারণের শক্তি প্রমাণিত হত। দুর্ভাগ্যবশত, শিব যখন দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করে দেন, তখন কিছু পশুও নিহত হয়েছিল। (একটি পশু বধ করা হয়েছিল দক্ষেরই শরীরে তার মাথাটি লাগাবার জন্য)। সেই মৃত পশুদের শরীর ইতস্তত

বিক্ষিপ্ত থাকার জন্য যজ্ঞস্থল শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। তার ফলে যজ্ঞের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল।

যেহেতু বিষ্ণু হচ্ছেন এই ধরনের যজ্ঞের চরম লক্ষ্য, তাই ঋত্বিকদের পত্নীরা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন তাঁর অহৈতুকী কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিপাতের দ্বারা যজ্ঞস্থলকে পবিত্র করেন, যার ফলে যজ্ঞের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে চলতে পারে। এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, অনর্থক পশু হত্যা করা উচিত নয়। পশুবলি দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করা, এবং মন্ত্রের প্রভাবে উৎসর্গীকৃত পশুদের নবজীবন দান করা উচিত ছিল। তাদের হত্যা করা উচিত হয়নি, যেমন শিব দক্ষের শরীরে একটি পশুর মস্তক লাগাবার জন্য করেছিলেন। যজ্ঞে পশুবলির মাধ্যমে পশুকে নবীন জীবন দান দর্শন করা আনন্দদায়ক দৃশ্য, কিন্তু সেই আনন্দদায়ক পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঋত্বিকদের পত্নীরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন তাঁর দৃষ্টিপাতের দ্বারা পশুদের পুনর্জীবন দান করেন এবং তার ফলে সেই যজ্ঞকে আনন্দদায়ক করেন।

শ্লোক ৩৪

ঋষয় ঊচুঃ

অনন্বিতং তে ভগবন্ বিচেষ্টিতং
যদাত্মনা চরসি হি কর্ম নাজ্যসে ।
বিভূতয়ে যত উপসেদুরীশ্বরীং
ন মন্যতে স্বয়মনুবর্ততীং ভবান্ ॥ ৩৪ ॥

ঋষয়ঃ—ঋষিগণ; **ঊচুঃ**—প্রার্থনা করেছিলেন; **অনন্বিতম্**—আশ্চর্যজনক; **তে**—আপনার; **ভগবন্**—হে সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর; **বিচেষ্টিতম্**—কার্যকলাপ; **যৎ**—যা; **আত্মনা**—আপনার শক্তির দ্বারা; **চরসি**—আপনি সম্পাদন করেন; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **কর্ম**—এই প্রকার কর্মের; **ন অজ্যসে**—আপনি আসক্ত নন; **বিভূতয়ে**—তাঁর কৃপার জন্য; **যতঃ**—যার থেকে; **উপসেদুঃ**—পূজিত; **ঈশ্বরীম্**—লক্ষ্মী; **ন মন্যতে**—আসক্ত নন; **স্বয়ম্**—আপনি স্বয়ং; **অনুবর্ততীম্**—আপনার আজ্ঞাকারী দাসীকে (লক্ষ্মীকে); **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

ঋষিরা প্রার্থনা করেছিলেন—হে ভগবান! আপনার কার্যকলাপ পরম অদ্ভুত, এবং যদিও আপনি আপনার বিভিন্ন শক্তির দ্বারা সব কিছু সম্পাদন করেন, তবুও

আপনি সেই সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি মোটেই আসক্ত নন। এমন কি আপনি লক্ষ্মীদেবীর প্রতিও আসক্ত নন, যাঁর কৃপা লাভের জন্য ব্রহ্মার মতো মহান দেবতারাও তাঁর পূজা করেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, ভগবানের আশ্চর্যজনক কার্যকলাপ থেকে কোন রকম ফল লাভ করার প্রতি তাঁর কোন স্পৃহা নেই, এমন কি সেইগুলি অনুষ্ঠান করারও কোন প্রয়োজন তাঁর নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জনসাধারণকে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি কখনও কখনও কার্য করেন এবং সেই সমস্ত কার্যকলাপ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। তিনি কোনও কিছুর প্রতি আসক্ত নন। *ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি* —যদিও তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে কার্য করেন, তবু তিনি কোনও কিছুর প্রতি আসক্ত নন (*ভগবদ্গীতা* ৪/১৪)। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এখানে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, লক্ষ্মীদেবী সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান তাঁর প্রতি আসক্ত নন। ব্রহ্মা আদি মহান দেবতারাও লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভের জন্য তাঁর পূজা করেন, কিন্তু ভগবান যদিও শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা পূজিত হন, তবু তিনি তাঁদের একজনের প্রতিও আসক্ত নন। ঋষিরা ভগবানের এই অতি উচ্চ চিন্ময় স্থিতি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন; তিনি পুণ্যকর্মের ফলের প্রতি আসক্ত সাধারণ জীবের মতো নন।

শ্লোক ৩৫

সিদ্ধা ঊচুঃ

অয়ং ত্বৎকথামৃষ্টপীযূষনদ্যাং
মনোবারণঃ ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধঃ ।
তৃষার্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং
ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ ॥ ৩৫ ॥

সিদ্ধাঃ—সিদ্ধগণ; **ঊচুঃ**—প্রার্থনা করেছিলেন; **অয়ম্**—এই; **ত্বৎ-কথা**—আপনার লীলাসমূহ; **মৃষ্ট**—শুদ্ধ; **পীযূষ**—অমৃতের; **নদ্যাম্**—নদীতে; **মনঃ**—মনের; **বারণঃ**—হস্তী; **ক্লেশ**—দুঃখ-কষ্ট; **দাব-অগ্নি**—দাবানলের দ্বারা; **দগ্ধঃ**—দগ্ধ; **তৃষা**—তৃষ্ণা; **আর্তঃ**—পীড়িত; **অবগাঢ়ঃ**—নিমজ্জিত; **ন সস্মার**—স্মরণ করে না; **দাবম্**—দাবানল অথবা কষ্টের; **ন নিষ্ক্রামতি**—নির্গত হয় না; **ব্রহ্ম**—পরম; **সম্পন্ন-বৎ**—লীন হয়ে যাওয়ার মতো; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

সিদ্ধগণ প্রার্থনা করেছিলেন—হে ভগবান! দাবানলক্লিষ্ট হস্তী যেমন নদীর জলে প্রবেশ করে তার সমস্ত ক্লেশ ভুলে যায়, তেমনই আমাদের মন আপনার দিব্য লীলামৃতের নদীতে সর্বদা নিমজ্জিত থাকার ফলে, সেই চিন্ময় আনন্দ কখনই পরিত্যাগ করতে চায় না, যা ব্রহ্মানন্দের থেকেও অধিক আনন্দদায়ক।

তাৎপর্য

এটি সিদ্ধলোকবাসী অষ্টসিদ্ধি সমন্বিত সিদ্ধদের উক্তি। সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা সকলেই আটটি যোগসিদ্ধি পূর্ণরূপে লাভ করেছেন, কিন্তু তাঁদের উক্তি থেকে প্রতীত হয় যে, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। তাঁরা সর্বদাই ভগবানের লীলা শ্রবণের অমৃতময়ী নদীতে নিমজ্জিত। ভগবানের লীলা শ্রবণকে বলা হয় কৃষ্ণকথা। তেমনই, প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, যাঁরা সর্বদাই ভগবানের লীলাকথারূপ সমুদ্রে ডুবে থাকেন তাঁরা মুক্ত এবং তাঁদের জড়-জাগতিক বদ্ধ জীবনের কোন ভয় থাকে না। সিদ্ধরা বলেছেন যে, সাধারণ মানুষের মন সর্বদা উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। এখানে দাবাগ্নি-পীড়িত হস্তীর তাপ নিরাময়ের জন্য নদীতে প্রবেশ করার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। যারা সংসার দাবানলে দগ্ধ, তারা যদি কেবল ভগবানের লীলার অমৃতময় নদীতে প্রবেশ করে, তা হলে তারা তাদের জড় অস্তিত্বের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা ভুলে যাবে। সিদ্ধরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান ইত্যাদির দ্বারা শুভ ফল লাভের প্রতি আগ্রহী নন। তাঁরা কেবল ভগবানের চিন্ময় লীলাকথার আলোচনায় মগ্ন থাকেন। তার ফলে তাঁরা পাপ অথবা পুণ্যকর্মের অপেক্ষা না করে সম্পূর্ণরূপে সুখী হন। যাঁরা সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন, তাঁদের কোন রকম পাপ অথবা পুণ্যকর্ম বা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন হয় না। কৃষ্ণভাবনামৃত সর্বতোভাবে পূর্ণ, কারণ বেদ-বর্ণিত সমস্ত শুভ কর্ম তার অন্তর্গত।

শ্লোক ৩৬

যজমান্যুবাচ

স্বাগতং তে প্রসীদেশ তুভ্যং নমঃ
শ্রীনিবাস শ্রিয়া কান্তয়া ত্রাহি নঃ ।
ত্বামৃতেঽধীশ নাঙ্গৈর্মখঃ শোভতে
শীর্ষহীনঃ কবন্ধো যথা পুরুষঃ ॥ ৩৬ ॥

যজমানী—দক্ষের পত্নী; **উবাচ**—প্রার্থনা করেছিলেন; **সু-আগতম্**—শুভ আগমন; **তে**—আপনার; **প্রসীদ**—প্রসন্ন হোন; **ঈশ**—হে ভগবান; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **শ্রী-নিবাস**—হে লক্ষ্মীদেবীর আবাসস্থল; **শ্রিয়া**—লক্ষ্মীদেবী সহ; **কান্তয়া**—আপনার পত্নী; **ত্রাহি**—রক্ষা করুন; **নঃ**—আমাদের; **ত্বাম্**—আপনি; **ঋতে**—বিনা; **অধীশ**—হে পরম নিয়ন্তা; **ন**—না; **অঙ্গৈঃ**—দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা; **মখঃ**—যজ্ঞস্থল; **শোভতে**—সুন্দর; **শীর্ষ-হীনঃ**—মস্তকবিহীন; **ক-বন্ধঃ**—কেবল দেহ-সমন্বিত; **যথা**—যেমন; **পুরুষঃ**—ব্যক্তি।

অনুবাদ

দক্ষপত্নী প্রার্থনা করেছিলেন—হে ভগবান! আপনি যে যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হয়েছেন তা অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক। আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, এবং আমি আপনার কাছে অনুরোধ করি যেন আপনি এই উপলক্ষ্যে প্রসন্ন হোন। আপনি ব্যতীত এই যজ্ঞস্থল ঠিক একটি মস্তকহীন কবন্ধের মতো শ্রীহীন।

তাৎপর্য

বিষ্ণুর আর এক নাম যজ্ঞেশ্বর। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, শ্রীবিষ্ণুর সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য বিষ্ণু-যজ্ঞরূপে সমস্ত কর্ম করা উচিত। তাঁকে প্রসন্ন না করে আমরা যা কিছু করি, তা সবই আমাদের জড় জগতের বন্ধনের কারণ। সেই কথা এখানে দক্ষপত্নীর দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে—"আপনার উপস্থিতি বিনা, এই যজ্ঞের বিশাল আয়োজন সম্পূর্ণ অর্থহীন, ঠিক যেমন দেহ যত সুন্দরভাবেই সজ্জিত হোক না কেন, মস্তক বিনা তা অর্থহীন।" এই উপমা সামাজিক শরীরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জড় সভ্যতা তার প্রগতির গর্বে অত্যন্ত গর্বিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মস্তকহীন শরীরের মতো অর্থহীন। কৃষ্ণভক্তি বিনা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে বাদ দিয়ে যে সভ্যতা, তা যতই উন্নত বলে মনে হোক না কেন, তা সম্পূর্ণ মূল্যহীন। *হরিভক্তিসুধোদয়ে* (৩/১১) উল্লেখ করা হয়েছে—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥

অর্থাৎ, যখন কোন আত্মীয় বা বন্ধুর মৃত্যু হয়, বিশেষ করে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে, তখন মৃত দেহটিকে খুব সুন্দর করে সাজান হয়। সুন্দরভাবে বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত সেই মৃত দেহটিকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে মৃত দেহটিকে সাজাবার কোন অর্থ হয় না, কারণ সেই দেহটি থেকে প্রাণ

ইতিমধ্যেই নির্গত হয়ে গেছে। তেমনই, কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত আভিজাত্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অথবা জাগতিক সভ্যতার উন্নতি কেবল মৃত দেহকে সাজাবার মতো। দক্ষের পত্নীর নাম ছিল প্রসূতি এবং তিনি ছিলেন স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা। তাঁর ভগিনী দেবহূতির সঙ্গে কর্দম মুনির বিবাহ হয়েছিল, এবং ভগবান কপিলদেব তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই সূত্রে প্রসূতি হচ্ছেন ভগবান বিষ্ণুর মাসী। তিনি স্নেহের বশে ভগবান বিষ্ণুর কাছে এই অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছিলেন; যেহেতু তিনি ছিলেন তাঁর মাসী, তাই তিনি তাঁর কাছে একটি বিশেষ অনুগ্রহ ভিক্ষা করেছিলেন। এই শ্লোকে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, লক্ষ্মীদেবী সহ ভগবানকে প্রশংসা করা হয়েছে। যেখানে ভগবান বিষ্ণুর পূজা হয়, সেখানে স্বাভাবিকভাবে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা থাকে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে অমৃত বলে সম্বোধন করা হয়েছে। দেবতারা, এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবও সৃষ্টির পরে উৎপন্ন হয়েছেন, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু সৃষ্টির পূর্বে বিরাজমান ছিলেন। তাই তাঁকে অমৃত বলে সম্বোধন করা হয়েছে। শ্রীবিষ্ণু তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি সহ বৈষ্ণবদের দ্বারা পূজিত হন। দক্ষপত্নী প্রসূতি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি যেন পুরোহিতদের কতকগুলি জড়-জাগতিক ফল লাভের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী সকাম কর্মী থেকে বৈষ্ণবে পরিণত করেন।

শ্লোক ৩৭

লোকপালা ঊচুঃ

দৃষ্টঃ কিং নো দৃগ্‌ভিরসদ্‌গ্রহৈস্ত্বং
প্রত্যগ্‌দ্রষ্টা দৃশ্যতে যেন বিশ্বম্ ।
মায়া হ্যেষা ভবদীয়া হি ভূমন্
যস্ত্বঃ ষষ্ঠঃ পঞ্চভির্ভাসি ভূতৈঃ ॥ ৩৭ ॥

লোক-পালাঃ—বিভিন্ন লোকের পালকগণ; **ঊচুঃ**—বলেছিলেন; **দৃষ্টঃ**—দেখে; **কিম্**—কি না; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **দৃগ্‌ভিঃ**—জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা; **অসৎ-গ্রহৈঃ**—দৃশ্য জগৎ প্রকাশকারী; **ত্বম্**—আপনি; **প্রত্যক্-দ্রষ্টা**—অন্তরের সাক্ষী; **দৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়; **যেন**—যার দ্বারা; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **মায়া**—জড় জগৎ; **হি**—কারণ; **এষা**—এই; **ভবদীয়া**—আপনার; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **ভূমন্**—হে ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর; **যঃ**—যেহেতু; **ত্বম্**—আপনি; **ষষ্ঠঃ**—ষষ্ঠ; **পঞ্চভিঃ**—পাঁচ; **ভাসি**—প্রকট হন; **ভূতৈঃ**—তত্ত্বের দ্বারা।

অনুবাদ

বিভিন্ন লোকপালেরা বললেন—হে ভগবান! আমরা কেবল আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকেই বিশ্বাস করি, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমরা জানি না যে, আমরা আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আপনাকে দর্শন করেছি কি না। আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কেবল এই দৃশ্য জগৎই দর্শন করতে পারি, কিন্তু আপনি পঞ্চভূতের অতীত। আপনি ষষ্ঠ তত্ত্ব। তাই আমরা আপনাকে জড় জগতের সৃষ্টিরূপে দর্শন করছি।

তাৎপর্য

বিভিন্ন লোকের পালকেরা অবশ্যই জড়-জাগতিক ঐশ্বর্য-সমন্বিত এবং অত্যন্ত দাম্ভিক। এই প্রকার ব্যক্তিরা ভগবানের চিন্ময় শাশ্বত রূপ উপলব্ধি করতে অক্ষম। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, যাঁদের চক্ষু ভগবৎ প্রেমরূপ অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত হয়েছে, তাঁরাই কেবল তাঁদের কার্যকলাপের প্রতি পদক্ষেপে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। কুন্তীদেবীও তাঁর প্রার্থনায় (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৮/২৬) উল্লেখ করেছেন যে, যাঁরা *অকিঞ্চন-গোচরম্,* অর্থাৎ যাঁরা ধনমদে মত্ত নন, তাঁরাই ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। আর যারা মোহাচ্ছন্ন, তারা পরম তত্ত্বের কথা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারে না।

শ্লোক ৩৮

যোগেশ্বরা ঊচুঃ
প্রেয়ান্ন তেঽন্যোঽস্ত্যমুতস্ত্বয়ি প্রভো
বিশ্বাত্মনীক্ষেন্ন পৃথগ্ য আত্মনঃ ।
অথাপি ভক্ত্যেশতয়োপধাবতা-
মনন্যবৃত্ত্যানুগৃহাণ বৎসল ॥ ৩৮ ॥

যোগ-ঈশ্বরাঃ—মহাযোগীগণ; **ঊচুঃ**—বললেন; **প্রেয়ান্**—অত্যন্ত প্রিয়; **ন**—না; **তে**—আপনার; **অন্যঃ**—অন্য; **অস্তি**—হয়; **অমুতঃ**—তা থেকে; **ত্বয়ি**—আপনাতে; **প্রভো**—হে ভগবান; **বিশ্ব-আত্মনি**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **ঈক্ষেৎ**—দেখেন; **ন**—না; **পৃথক্**—ভিন্ন; **যঃ**—যিনি; **আত্মনঃ**—জীব; **অথ অপি**—অনেক বেশি; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **ঈশ**—হে ভগবান; **তয়া**—তার দ্বারা;

উপধাবতাম্—যাঁরা পূজা করেন; **অনন্য-বৃত্ত্যা**—অব্যভিচারিণী; **অনুগৃহাণ**—কৃপা; **বৎসল**—হে ভক্তবৎসল ভগবান।

অনুবাদ

মহাযোগীগণ বললেন—হে ভগবান! যাঁরা আপনাকে সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে জেনে, আপনাকে তাঁদের থেকে অভিন্নরূপে দর্শন করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই আপনার অত্যন্ত প্রিয়। যাঁরা আপনাকে প্রভু বলে মনে করে এবং নিজেদেরকে আপনার দাস বলে মনে করে আপনার ভক্তিময়ী সেবায় যুক্ত থাকে, তাঁদের প্রতি আপনি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হন। আপনি তাদের প্রতি সর্বদা অনুকূল।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অদ্বৈতবাদী এবং মহান যোগীরা পরমেশ্বর ভগবানকে এক এবং অদ্বিতীয় বলে জানেন। জীব পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সর্বতোভাবে এক হওয়ার যে ভ্রান্ত মতবাদ, তা থেকে এই একত্ব ভিন্ন। এই অদ্বৈতবাদ শুদ্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৭) বর্ণিত এবং প্রতিপন্ন হয়েছে—*প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ* । ভগবান বলেছেন যে, যাঁরা দিব্য জ্ঞান-সমন্বিত এবং ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত, তাঁরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, এবং তিনিও তাঁদের অত্যন্ত প্রিয়। ভগবৎ তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে যাঁদের পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, তাঁরা জানেন যে, জীব হচ্ছে ভগবানের পরা শক্তি। সেই কথা *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে—জড়া প্রকৃতি নিকৃষ্টা, এবং জীব হচ্ছে ভগবানের উৎকৃষ্টা প্রকৃতি। শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন; তাই শক্তিও শক্তিমানের গুণসমন্বিত। যাঁরা পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁরা তাঁর বিভিন্ন শক্তি বিশ্লেষণ করে তাঁদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত, এবং তাঁরা নিশ্চিতভাবে ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু, যাঁরা ভগবানের সম্বন্ধে ততটা না জানলেও, প্রীতি ও বিশ্বাস সহকারে সর্বদা তাঁর কথা চিন্তা করেন, এবং অনুভব করেন যে, তিনি মহান এবং তাঁরা হচ্ছেন তাঁর বিভিন্ন অংশস্বরূপ তাঁর নিত্য দাস, তাঁদের ভগবান আরও অধিক কৃপা করেন। এই শ্লোকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, ভগবানকে এখানে *বৎসল* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। *বৎসল* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যিনি সর্বদা অনুকূল'। ভগবানের নাম *ভক্ত-বৎসল* । ভগবান *ভক্ত-বৎসল* নামে বিখ্যাত, কারণ তিনি সর্বদা ভক্তদের প্রতি অনুকূল। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রের কোথাও তাঁকে *জ্ঞানী-বৎসল* বলে সম্বোধন করা হয়নি।

শ্লোক ৩৯

জগদুদ্ভবস্থিতিলয়েষু দৈবতো
বহুভিদ্যমানগুণয়াত্মমায়য়া ।
রচিতাত্মভেদমতয়ে স্বসংস্থয়া
বিনিবর্তিতভ্রমগুণাত্মনে নমঃ ॥ ৩৯ ॥

জগৎ—জড় জগৎ; **উদ্ভব**—সৃষ্টি; **স্থিতি**—পালন; **লয়েষু**—সংহারে; **দৈবতঃ**—অদৃষ্ট; **বহু**—বহু; **ভিদ্যমান**—বিভিন্ন হয়ে; **গুণয়া**—জড় গুণের দ্বারা; **আত্ম-মায়য়া**—তাঁর জড়া শক্তির দ্বারা; **রচিত**—উৎপন্ন; **আত্ম**—জীবে; **ভেদ-মতয়ে**—ভিন্ন মত সৃষ্টিকারী; **স্ব-সংস্থয়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **বিনিবর্তিত**—নিবৃত্তি সাধন করেছে; **ভ্রম**—মিথষ্ক্রিয়া; **গুণ**—জড়া প্রকৃতির গুণে; **আত্মনে**—তাঁর স্বরূপে; **নমঃ**—প্রণতি নিবেদন করি।

অনুবাদ

আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি বিভিন্ন প্রকার বস্তু উৎপন্ন করেছেন, এবং তাদের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের জন্য তাদের জড় জগতের তিনটি গুণের বশীভূত করেছেন। তিনি স্বয়ং বহিরঙ্গা শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নন; তাঁর স্বরূপে তিনি জড় গুণের বৈচিত্র্য থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, এবং মায়ার ভ্রান্ত পরিচিতি থেকে মুক্ত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দুটি অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশ, এবং অন্যটি হচ্ছে ভগবানের স্বীয় স্থিতি। ভগবানের স্বীয় ধামেও গুণ রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, গোলোক হচ্ছে তাঁর নিজের স্থান। গোলোকেও গুণ রয়েছে, কিন্তু সেই গুণ সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশের দ্বারা বিভক্ত নয়। বহিরঙ্গা প্রকৃতিতে, তিনটি গুণের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সম্ভব হয়। কিন্তু চিৎ-জগতে বা ভগবদ্ধামে, যেহেতু সব কিছুই নিত্য, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়, তাই সেখানে এই ধরনের কোন প্রদর্শন নেই। এক শ্রেণীর দার্শনিক রয়েছে, যারা এই জড় জগতে ভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা করে। তারা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি অন্য সমস্ত জীবের মতো প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। সেটি হচ্ছে তাদের ভ্রান্ত

ধারণা; সেই সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে *(স্ব-সংস্থয়া)*, তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তিনি সমস্ত জড় গুণের অতীত। তেমনই, *ভগবদ্গীতায়ও* ভগবান বলেছেন, "আমার অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আমি আবির্ভূত হই।" অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা উভয় শক্তিই ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, সুতরাং তিনি এই শক্তি দুটির কোনটির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হন না। পক্ষান্তরে, সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁর দিব্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা এবং পরিকর প্রকাশ করার জন্য তিনি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে সক্রিয় করেন। তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির বৈচিত্র্যের ফলে ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের প্রকাশ হয়, এবং মানুষেরা তাদের জড় গুণ অনুসারে, এই সমস্ত দেবতাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু কেউ যখন জড়া প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করেন বা দিব্য স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি পরমেশ্বরর ভগবানের আরাধনায় নিষ্ঠাপরায়ণ হন। সেই তত্ত্ব *ভগবদ্গীতায়* বর্ণিত হয়েছে—ভগবানের সেবায় যিনি যুক্ত হয়েছেন, তিনি ইতিমধ্যেই জড়া প্রকৃতির গুণের মিথষ্ক্রিয়ার এবং বৈচিত্র্যের অতীত হয়েছেন। মূল তত্ত্ব হচ্ছে যে, বদ্ধ জীবেরা জড়া প্রকৃতির গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়, এবং এই গুণসমূহ শক্তির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। কিন্তু চিৎ-জগতে একমাত্র আরাধ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্য কেউ নয়।

শ্লোক ৪০

ব্রহ্মোবাচ

নমস্তে শ্রিতসত্ত্বায় ধর্মাদীনাং চ সূতয়ে ।
নির্গুণায় চ যৎকাষ্ঠাং নাহং বেদাপরেঽপি চ ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্মা—মূর্তিমান বেদগণ; **উবাচ**—বললেন; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **শ্রিত-সত্ত্বায়**—সত্ত্বগুণের আশ্রয়; **ধর্ম-আদীনাম্**—সমস্ত ধর্ম, তপশ্চর্যা এবং কৃচ্ছ্র সাধনের; **চ**—এবং; **সূতয়ে**—উৎস; **নির্গুণায়**—জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত; **চ**—এবং; **যৎ**—যাঁকে (পরমেশ্বর ভগবানের); **কাষ্ঠাম্**—স্থিতি; **ন**—না; **অহম্**—আমি; **বেদ**—জানি; **অপরে**—অন্যে; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

মূর্তিমান বেদগণ বললেন—হে ভগবান! আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনি সত্ত্বগুণের আশ্রয় হওয়ার ফলে সমস্ত ধর্ম, তপস্যা এবং কৃচ্ছ্র সাধনের উৎস। আপনি সমস্ত ভৌতিক গুণের অতীত এবং কেউই আপনাকে অথবা আপনার প্রকৃত স্থিতি জানে না।

তাৎপর্য

জড় জগতে তিনটি গুণের তিনজন ঈশ্বর রয়েছেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন ধর্ম, জ্ঞান, তপশ্চর্যা, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য ইত্যাদির উৎস সত্ত্বগুণের পর্যবেক্ষক। সেই কারণে, জীব যখন সত্ত্বগুণের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, তখন বাস্তবিক শান্তি, সমৃদ্ধি, জ্ঞান এবং ধর্ম লাভ হয়। যখনই তাঁরা অন্য দুটি গুণ, রজ এবং তমের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, তখন তাদের বদ্ধ জীবনের সঙ্কটজনক অবস্থা অসহনীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর আদি স্থিতিতে সর্বদাই *নির্গুণ,* অর্থাৎ জড় গুণের অতীত। *নির্গুণ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'গুণরহিত'। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ভগবানের কোন গুণ নেই। তাঁর দিব্য গুণাবলী রয়েছে যার দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন এবং তাঁর লীলা-বিলাস সম্পাদন করেন। তাঁর দিব্য গুণাবলীর প্রকাশ বেদবিৎদের নিকট এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবের মতো মহান দেবতাদেরও অজ্ঞাত। প্রকৃতপক্ষে, দিব্য গুণাবলী কেবল ভক্তদের কাছেই প্রকাশিত হয়। *ভগবদ্গীতায়* সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় স্থিতি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যাঁরা সত্ত্বগুণে রয়েছেন, তাঁরা আংশিকভাবে দিব্য জ্ঞান লাভ করতে পারেন, কিন্তু *ভগবদ্গীতায়* উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সেই স্তরও অতিক্রম করতে হবে। বৈদিক তত্ত্ব জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তিনটি গুণ অতিক্রম করতে হবে, এবং তখন শুদ্ধ সাত্ত্বিক চিন্ময় জীবনে অধিষ্ঠিত হওয়া যাবে।

শ্লোক ৪১

অগ্নিরুবাচ

যত্তেজসাহং সুসমিদ্ধতেজা
হব্যং বহে স্বধ্বর আজ্যসিক্তম্ ।
তং যজ্ঞিয়ং পঞ্চবিধং চ পঞ্চভিঃ
স্বিষ্টং যজুর্ভিঃ প্রণতোহস্মি যজ্ঞম্ ॥ ৪১ ॥

অগ্নিঃ—অগ্নিদেব; **উবাচ**—বললেন; **যৎ-তেজসা**—যাঁর তেজের দ্বারা; **অহম্**—আমি; **সু-সমিদ্ধ-তেজাঃ**—প্রজ্বলিত অগ্নির মতো তেজস্বী; **হব্যম্**—হবি; **বহে**—আমি গ্রহণ করছি; **সু-অধ্বরে**—যজ্ঞে; **আজ্য-সিক্তম্**—ঘৃত মিশ্রিত; **তম্**—তা; **যজ্ঞিয়ম্**—যজ্ঞের রক্ষক; **পঞ্চ-বিধম্**—পাঁচ প্রকার; **চ**—এবং; **পঞ্চভিঃ**—পাঁচের দ্বারা; **সু-ইষ্টম্**—পূজিত; **যজুর্ভিঃ**—বৈদিক মন্ত্র; **প্রণতঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **অস্মি**—আমি; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞকে (বিষ্ণুকে)।

অনুবাদ

অগ্নিদেব বললেন—হে ভগবান! আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনার কৃপায় আমি প্রজ্বলিত অগ্নির মতো তেজস্বী, এবং যজ্ঞে নিবেদিত ঘৃত মিশ্রিত হবি স্বীকার করি। যজুর্বেদ অনুসারে পাঁচ প্রকার হবি আপনারই বিভিন্ন শক্তি, এবং পাঁচ প্রকার বৈদিক মন্ত্রে আপনি পূজিত হন। যজ্ঞ বলতে পরমেশ্বর ভগবান আপনাকেই বোঝানো হয়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত। শ্রীবিষ্ণুর সুবিদিত সহস্র দিব্য নাম রয়েছে, এবং তার মধ্যে একটি নাম হচ্ছে *যজ্ঞ* । স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যজ্ঞ বা বিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্যই সব কিছু করা উচিত। মানুষ অন্য যা কিছুই করে তা সবই তার বন্ধনের কারণ। প্রত্যেকেরই কর্তব্য হচ্ছে বৈদিক মন্ত্র অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা। *উপনিষদে* উল্লেখ করা হয়েছে যে, অগ্নি, যজ্ঞবেদি, পূর্ণচন্দ্র, চাতুর্মাস্য, বলির পশু এবং সোমরস—এইগুলি যজ্ঞের আবশ্যকীয় বস্তু, তেমনই প্রয়োজন চতুরক্ষরযুক্ত বিশেষ বৈদিক মন্ত্র। একটি মন্ত্র হচ্ছে—*আশ্রাবয়েতি চতুরক্ষরং অস্তু শ্রৌষড়িতি চতুরক্ষরং যজেতি দ্বাভ্যাং যে যজামহঃ* । ভগবান শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধানের জন্যই কেবল *শ্রুতি* এবং *স্মৃতি* শাস্ত্র অনুসারে এই সমস্ত মন্ত্র উচ্চারিত হয়। *বেদে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, যারা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ এবং জড় সুখের প্রতি আসক্ত, তাদের মুক্তির জন্য যজ্ঞ করা এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করা আবশ্যক। *বিষ্ণু পুরাণে* বলা হয়েছে যে, বিষ্ণুর জন্য যজ্ঞ করার ফলে মানুষ ধীরে ধীরে মুক্ত হতে পারে। অতএব, সমগ্র জীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণুর প্রসন্নতা বিধান করা। সেটিই হচ্ছে যজ্ঞ। যিনি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে, সমস্ত বিষ্ণুরূপের আদি উৎস শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন, এবং প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ভগবানের পূজা করেন এবং ভগবানকে ভোগ নিবেদন করেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সম্পাদনকারী। *শ্রীমদ্ভাগবতে* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই কলিযুগে একমাত্র সার্থক যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। *যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তন-প্রায়ৈঃ*—সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হচ্ছে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করা। অন্যান্য যজ্ঞ যেমন বিষ্ণুর সমক্ষে নিবেদন করা হয়, এই যজ্ঞ কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমক্ষে নিবেদন করা হয়। এই নির্দেশ *শ্রীমদ্ভাগবতের* একাদশ স্কন্ধে পাওয়া যায়। অধিকন্তু, এই যজ্ঞ

অনুষ্ঠান প্রতিপন্ন করে যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং বিষ্ণু। শ্রীবিষ্ণু যেমন বহুকাল পূর্বে দক্ষযজ্ঞে উপস্থিত হয়েছিলেন, এই যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের সংকীর্তন যজ্ঞ গ্রহণ করার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন।

শ্লোক ৪২

দেবা ঊচুঃ

পুরা কল্পাপায়ে স্বকৃতমুদরীকৃত্য বিকৃতং
ত্বমেবাদ্যস্তস্মিন্ সলিল উরগেন্দ্রাধিশয়নে ।
পুমান্ শেষে সিদ্ধৈর্হৃদি বিমৃশিতাধ্যাত্মপদবিঃ
স এবাদ্যাক্ষ্ণোর্যঃ পথি চরসি ভৃত্যানবসি নঃ ॥ ৪২ ॥

দেবাঃ—দেবতারা; **ঊচুঃ**—বললেন; **পুরা**—পূর্বে; **কল্প-অপায়ে**—কল্পান্তে; **স্ব-কৃতম্**—নিজের থেকে উৎপন্ন; **উদরীকৃত্য**—উদরস্থ করে; **বিকৃতম্**—প্রভাব; **ত্বম্**—আপনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আদ্যঃ**—আদি; **তস্মিন্**—তাতে; **সলিলে**—জলে; **উরগ-ইন্দ্র**—শেষনাগের উপর; **অধিশয়নে**—শয্যায়; **পুমান্**—পুরুষ; **শেষে**—শয়ন করেন; **সিদ্ধৈঃ**—(সনকাদি) মুক্ত পুরুষদের দ্বারা; **হৃদি**—হৃদয়ে; **বিমৃশিত**—ধ্যান করা হয়; **অধ্যাত্ম-পদবিঃ**—দার্শনিক জ্ঞানের মার্গ; **সঃ**—তিনি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অদ্য**—এখন; **অক্ষ্ণোঃ**—দুই চক্ষুর; **যঃ**—যিনি; **পথি**—পথে; **চরসি**—বিচরণ করেন; **ভৃত্যান্**—ভৃত্যগণ; **অবসি**—রক্ষা করুন; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

দেবতারা বললেন—হে ভগবান! পূর্বে, প্রলয়ের সময় আপনি জড় জগতের বিভিন্ন শক্তি সংরক্ষণ করেছিলেন। সেই সময়, সনকাদি ঊর্ধ্ব লোকবাসীরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বারা আপনার ধ্যান করেছিলেন। অতএব আপনি হচ্ছেন আদি পুরুষ, এবং আপনি প্রলয়-বারিতে শেষনাগ-শয্যায় শয়ন করেন। এখন আপনি আপনার সেবক আমাদের সম্মুখে প্রকট হয়েছেন। দয়া করে আপনি আমাদের রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে যে প্রলয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ডের আংশিক প্রলয়। ব্রহ্মা যখন নিদ্রা যান, তখন এই প্রলয় হয় এবং তার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নতর লোকগুলি ধ্বংস হয়। এই প্রলয়ে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক আদি উচ্চতর লোকগুলি প্লাবিত হয় না। ভগবান হচ্ছেন স্রষ্টা, যে-কথা এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে,

কারণ সৃষ্টিশক্তি তাঁর দেহ থেকে প্রকাশিত হয়, এবং প্রলয়ের পর সমস্ত শক্তি তিনি উদরস্থ করে নেন।

এই শ্লোকের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, দেবতারা বলেছেন, "আমরা সকলেই আপনার ভৃত্য। আপনি দয়া করে আমাদের রক্ষা করুন।" দেবতারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর রক্ষণাবেক্ষণের উপর নির্ভর করেন; তাঁরা স্বতন্ত্র নন। তাই *ভগবদ্গীতায়* দেবতা-পূজার নিন্দা করা হয়েছে, কারণ সেইগুলির কোন আবশ্যকতা নেই, এবং সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা তাদের চেতনা হারিয়েছে, তারাই দেবতাদের কৃপা ভিক্ষা করে। সাধারণত, কারও যদি কোন জড় বাসনা চরিতার্থ করার থাকে, তা হলে তিনি দেবতাদের শরণাগত না হয়ে, বিষ্ণুর কাছে তা চাইতে পারেন। যারা দেবতাদের পূজা করে, তারা খুব একটা বুদ্ধিমান নয়। আর তা ছাড়া, দেবতারা বলেছেন, "আমরা আপনার নিত্য দাস।" অতএব যাঁরা দাস বা ভগবানের ভক্ত, তাঁরা সকাম কর্ম, যজ্ঞ অনুষ্ঠান অথবা মনোধর্মী জ্ঞানের প্রতি খুব একটা আগ্রহী নন। তাঁরা কেবল প্রীতি সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে সব কিছুর অনুষ্ঠান করেন, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে তাঁর সেবা করেন, এবং এই প্রকার ভক্তদের ভগবান স্বয়ং রক্ষা করেন। ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "কেবল আমার শরণাগত হও, তা হলে আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে রক্ষা করব।" এই জড় জগৎ এমনইভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সকলকেই পাপকর্ম করতে হয়, এবং বিষ্ণুর শরণাগত না হওয়া পর্যন্ত, তার সমস্ত পাপকর্মের ফল তাকে ভোগ করতে হয়। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন, তখন ভগবান স্বয়ং তাঁকে রক্ষা করেন। তখন আর তাঁর কোন রকম পাপকর্মের ফল ভোগ করার ভয় থাকে না, তখন আর তিনি স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পাপকর্ম করতে চান না।

শ্লোক ৪৩

গন্ধর্বা ঊচুঃ

অংশাংশাস্তে দেব মরীচ্যাদয় এতে
ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যা দেবগণা রুদ্রপুরোগাঃ ।
ক্রীড়াভাণ্ডং বিশ্বমিদং যস্য বিভূমন্
তস্মৈ নিত্যং নাথ নমস্তে করবাম ॥ ৪৩ ॥

গন্ধর্বাঃ—গন্ধর্বগণ; **ঊচুঃ**—বললেন; **অংশ-অংশাঃ**—আপনার দেহের বিভিন্ন অংশ; **তে**—আপনার; **দেব**—হে ভগবান; **মরীচি-আদয়ঃ**—মরীচি এবং অন্যান্য মহর্ষিগণ; **এতে**—এই সমস্ত; **ব্রহ্ম-ইন্দ্র-আদ্যাঃ**—ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি; **দেব-গণাঃ**—দেবতাগণ; **রুদ্র-পুরোগাঃ**—রুদ্র যাঁদের পুরোভাগে রয়েছেন; **ক্রীড়া-ভাণ্ডম্**—ক্রীড়ার উপকরণ; **বিশ্বম্**—সমগ্র সৃষ্টি; **ইদম্**—এই; **যস্য**—যাঁর; **বিভূমন্**—পরম শক্তিমান ভগবান; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নিত্যম্**—সর্বদা; **নাথ**—হে ভগবান; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **করবাম**—আমরা নিবেদন করি।

অনুবাদ

গন্ধর্বেরা বললেন—হে ভগবান! শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাগণ এবং মরীচি আদি মহর্ষিগণ কেবল আপনার দেহের বিভিন্ন অংশ। আপনি হচ্ছেন পরম শক্তিমান বিভু; সমগ্র বিশ্ব আপনার ক্রীড়ার উপকরণ মাত্র। আমরা সর্বদাই আপনাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করি, এবং আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা থেকে শুরু করে নিম্নলোকের বহু লোকপাল, মন্ত্রী, সভাপতি, রাজা থাকতে পারেন। বস্তুত, তাঁরা নিজেদের ভগবান বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু তা জড় জগতের প্রভাবে তাঁদের দাম্ভিক ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণু হচ্ছেন ভগবান, কিন্তু বিষ্ণুরও ঊর্ধ্বে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ, কারণ বিষ্ণু হচ্ছেন তাঁর অংশ। এই শ্লোকে সেই সম্বন্ধে *অংশাংশাঃ* শব্দটির ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে অংশেরও অংশ। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* ঐরকম বহু শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে ভগবানের অংশ পুনরায় অংশ বিস্তার করে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিষ্ণুর বহু প্রকাশ রয়েছে, এবং তাঁর থেকে বহু জীবও প্রকাশিত হয়েছে। বিষ্ণুর প্রকাশকে বলা হয় *স্বাংশ* এবং জীবকে বলা হয় *বিভিন্নাংশ* । ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি দেবতাদের বহু পুণ্যকর্ম এবং তপস্যার ফলে এই প্রকার উচ্চ পদ প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষ্ণু বা কৃষ্ণই হচ্ছেন সকলের প্রভু। *চৈতন্য-চরিতামৃতে* বলা হয়েছে—*একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য* । অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং অন্য সকলে, এমন কি বিষ্ণুতত্ত্বরাও এবং নিশ্চিতভাবে জীবেরা তাঁর ভৃত্য। বলদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত, অতএব সাধারণ জীবেরা নিশ্চিতভাবে

তাঁর সেবক। স্বরূপত সকলকেই সৃষ্টি করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য। এখানে গন্ধর্বরা স্বীকার করেছেন যে, দেবতারা যদিও নিজেদের পরম বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা পরম নন। প্রকৃত পরমেশ্বরত্ব শ্রীকৃষ্ণের। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে *কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*—"শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান।" তাই কেবল শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা হলে, তাঁর অংশেরও পূজা হয়ে যায়, ঠিক যেমন গাছের গোড়ায় জল দিলে ডালপালা, পাতা, ফুল ইত্যাদিতেও জল দেওয়া হয়ে যায়।

শ্লোক ৪৪

বিদ্যাধরা ঊচুঃ

ত্বন্মায়য়ার্থমভিপদ্য কলেবরেঽস্মিন্
কৃত্বা মমাহমিতি দুর্মতিরুৎপথৈঃ স্বৈঃ ।
ক্ষিপ্তোঽপ্যসদ্বিষয়লালস আত্মমোহং
যুষ্মৎকথামৃতনিষেবক উদ্ব্যুদস্যেৎ ॥ ৪৪ ॥

বিদ্যাধরাঃ—বিদ্যাধরগণ; **ঊচুঃ**—বললেন; **ত্বৎ-মায়য়া**—আপনার বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **অর্থম্**—মানব শরীর; **অভিপদ্য**—লাভ করে; **কলেবরে**—শরীরে; **অস্মিন্**—এই; **কৃত্বা**—ভ্রান্ত পরিচিতির ফলে; **মম**—আমার; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **দুর্মতিঃ**—অজ্ঞ ব্যক্তি; **উৎপথৈঃ**—ভ্রান্ত পথের দ্বারা; **স্বৈঃ**—স্বীয় বস্তুসমূহের দ্বারা; **ক্ষিপ্তঃ**—বিক্ষিপ্ত; **অপি**—ও; **অসৎ**—অনিত্য; **বিষয়-লালসঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগ বাসনা; **আত্ম-মোহম্**—দেহকে আত্মা বলে মনে করার মোহ; **যুষ্মৎ**—আপনার; **কথা**—বিষয়; **অমৃত**—অমৃত; **নিষেবকঃ**—আস্বাদন করে; **উৎ**—দূর থেকে; **ব্যুদস্যেৎ**—উদ্ধার লাভ করতে পারে।

অনুবাদ

বিদ্যাধরেরা বললেন—হে ভগবান! এই মনুষ্য শরীর সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের জন্য, কিন্তু আপনার বহিরঙ্গা শক্তির বশীভূত হয়ে জীব ভ্রান্তিবশত তার দেহকে আত্মা বলে মনে করে, এবং তার ফলে মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে জড় সুখভোগের মাধ্যমে সুখী হতে চায়। পথভ্রষ্ট হয়ে সে সর্বদা অনিত্য, মায়িক সুখের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু আপনার দিব্য কার্যকলাপ এতই প্রবল প্রভাবসম্পন্ন যে, কেউ যদি সেই বিষয়ে শ্রবণ এবং কীর্তনে যুক্ত হন, তা হলে তিনি এই মোহ থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেন।

তাৎপর্য

মনুষ্য জীবনকে *অর্থদ* বলা হয়, কারণ এই শরীর দেহী আত্মাকে সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের জন্য খুব সুন্দরভাবে সাহায্য করতে পারে। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, মনুষ্য শরীর যদিও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই শরীর আমাদের সর্বোচ্চ সিদ্ধি প্রদান করতে পারে। নিম্ন স্তরের জীবন থেকে উচ্চ স্তরের জীবনে জীবের বিবর্তনের পন্থায়, মনুষ্য জীবন হচ্ছে এক মহান আশীর্বাদ। কিন্তু মায়া এতই প্রবল যে, মনুষ্য শরীর লাভ করার এই মহৎ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও, আমরা অনিত্য জড় সুখের দ্বারা প্রভাবিত হই, এবং আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলে যাই। আমরা এমন সমস্ত বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হই, যা নশ্বর। এই আকর্ষণের কারণ হচ্ছে অনিত্য জড় শরীর। জীবনের ভয়ঙ্কর এই অবস্থা থেকে উদ্ধার লাভের কেবল একটি মাত্র উপায় রয়েছে—পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তনে এবং শ্রবণে যুক্ত হওয়া। *যুষ্মৎ-কথামৃত-নিষেবকঃ* শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে—'যাঁরা আপনার অমৃতময় কথা আস্বাদনে যুক্ত।' শ্রীকৃষ্ণের বাণী এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করে দুটি গ্রন্থ। *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত উপদেশ, এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের কথা। এই দুটি গ্রন্থ হচ্ছে কৃষ্ণকথার বিশেষ অমৃত সম্বলিত। যারা এই দুটি বৈদিক শাস্ত্রের বাণী প্রচারে যুক্ত, তাদের পক্ষে মায়া রচিত বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত সরল। বদ্ধ জীবের মায়া হচ্ছে যে, সে তার চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করার চেষ্টা করে না। সে তার বাহ্য শরীরের প্রতি অধিক মনোযোগী, যা হচ্ছে কেবল একটি মাংসপিণ্ড, এবং নির্দিষ্ট কালের পর তা সমাপ্ত হয়ে যাবে। জীবাত্মাকে যখন এক শরীর থেকে আর এক শরীরে দেহান্তরিত হতে হয়, তখন সমস্ত পরিবেশের পরিবর্তন হয়। মায়ার প্রভাবে সে পুনরায় অন্য আর একটি ভিন্ন পরিবেশে সন্তুষ্ট হবে। মায়ার এই প্রভাবকে বলা হয় *আবরণাত্মিকা শক্তি*, কারণ তা এত প্রবল যে, যে-কোন জঘন্য অবস্থাতেও জীব সন্তুষ্ট থাকে। সে যদি একটি কৃমিকীট হয়ে উদরে বিষ্ঠা এবং মূত্রের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, তবুও সে সন্তুষ্ট থাকে এবং মনে করে যে, সে কত আনন্দ অনুভব করছে। এটিই হচ্ছে মায়ার *আবরণাত্মিকা* প্রভাব। কিন্তু মনুষ্য-জীবন হচ্ছে সেই কথা বুঝতে পারার একটি সুযোগ, এবং কেউ যদি সেই সুযোগটি হারায়, তা হলে সে সব চাইতে দুর্ভাগা। মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃষ্ণকথায় মগ্ন হওয়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমনই একটি পন্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন, যাতে সকলেই তাদের বর্তমান স্থিতির

পরিবর্তন না করে, কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা মহাজনদের শ্রীমুখ থেকে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে তাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে কৃষ্ণকথা প্রচার করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, *"যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।"* সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা কাউকেই বলি না যে, প্রথমে তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে এবং তার পর আমাদের কাছে আসতে হবে। পক্ষান্তরে, আমরা সকলকেই নিমন্ত্রণ জানাই, তাঁরা যেন এসে আমাদের সাথে কেবল জপ করেন—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। কারণ আমরা জানি যে, কেবলমাত্র কৃষ্ণকথা শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে, মানুষের জীবনের আমূল পরিবর্তন হবে; তিনি নতুন আলোক দেখতে পাবেন এবং তাঁর জীবন সফল হবে।

শ্লোক ৪৫

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ

ত্বং ক্রতুস্ত্বং হবিস্ত্বং হুতাশঃ স্বয়ং
ত্বং হি মন্ত্রঃ সমিদ্দর্ভপাত্রাণি চ ।
ত্বং সদস্যর্ত্বিজো দম্পতী দেবতা
অগ্নিহোত্রং স্বধা সোম আজ্যং পশুঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্রাহ্মণাঃ—ব্রাহ্মণগণ; **ঊচুঃ**—বললেন; **ত্বম্**—আপনি; **ক্রতুঃ**—যজ্ঞ; **ত্বম্**—আপনি; **হবিঃ**—ঘৃতের আহুতি; **ত্বম্**—আপনি; **হুত-আশঃ**—অগ্নি; **স্বয়ম্**—সাক্ষাৎ; **ত্বম্**—আপনি; **হি**—কারণ; **মন্ত্রঃ**—বৈদিক মন্ত্র; **সমিৎ-দর্ভ-পাত্রাণি**—ইন্ধন, কুশ এবং যজ্ঞ-পাত্রসমূহ; **চ**—এবং; **ত্বম্**—আপনি; **সদস্য**—সভার সদস্যগণ; **ঋত্বিজঃ**—পুরোহিতগণ; **দম্পতী**—যজ্ঞের যজমান এবং তাঁর পত্নী; **দেবতা**—দেবতাগণ; **অগ্নি-হোত্রম্**—অগ্নিহোত্র; **স্বধা**—পিতৃ-পুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন; **সোমঃ**—সোম লতা; **আজ্যম্**—ঘৃত; **পশুঃ**—যজ্ঞের পশু।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণ বললেন—হে ভগবান! আপনি সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ। আপনি হবি, আপনি অগ্নি, আপনি বৈদিক যজ্ঞমন্ত্র, আপনি সমিধ, আপনি শিখা, আপনি কুশ,

এবং আপনি যজ্ঞপাত্র। আপনি যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী পুরোহিত, আপনি ইন্দ্রাদি দেবতা, এবং আপনি যজ্ঞের পশু। যজ্ঞে যা কিছু উৎসর্গ করা হয় তা আপনি অথবা আপনার শক্তি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান বিষ্ণুর সর্বব্যাপকতা আংশিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। *বিষ্ণুপুরাণে* বলা হয়েছে যে, অগ্নি যেমন এক স্থানে স্থিত হয়ে তার তাপ এবং আলোক সর্বত্র বিকিরণ করে, তেমনই এই জড় জগতে অথবা চিৎ-জগতে আমরা যা কিছু দর্শন করি, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। ব্রাহ্মণগণ বলেছেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুই সব কিছু—অগ্নি, হবি, ঘৃত, পাত্র, যজ্ঞস্থল এবং কুশ। তিনি হচ্ছেন সব কিছু। এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, এই যুগের সংকীর্তন যজ্ঞ অন্য সমস্ত যুগে অনুষ্ঠিত অন্য সমস্ত যজ্ঞেরই সমান উত্তম। কেউ যদি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করে সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তা হলে আর বেদে বর্ণিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য সমস্ত সামগ্রীর বিশাল আয়োজন করার প্রয়োজন হয় না। হরে এবং কৃষ্ণ, ভগবানের এই দিব্য নাম কীর্তনে, হরে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি এবং কৃষ্ণ হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব। তাঁরা একত্রে সব কিছু। এই যুগে, কলির প্রভাবে সকলেই পীড়িত, এবং কারও পক্ষেই যজ্ঞ করার জন্য বেদে উল্লিখিত সমস্ত সামগ্রীর আয়োজন করা সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি সর্ব প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন, কারণ আমাদের দৃষ্টিতে হরে (শ্রীকৃষ্ণের শক্তি) এবং কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছু নেই। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অতএব সব কিছুই যেহেতু তাঁর শক্তির প্রকাশ, তাই বুঝতে হবে যে, সব কিছুই কৃষ্ণ। সব কিছু কেবল কৃষ্ণভাবনায় গ্রহণ করতে হবে, এবং যিনি তা করেন, তিনি হচ্ছেন মুক্ত পুরুষ। তা বলে ভ্রান্তিবশত মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই সব কিছু, সুতরাং তাঁর কোন ব্যক্তিগত স্বরূপ নেই। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ, তাই তাঁর শক্তি থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র রেখেও তিনিই সব কিছু। সেই কথা *ভগবদ্গীতার* নবম অধ্যায়ে প্রতিপন্ন হয়েছে। তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে তিনি নিজেকে বিস্তার করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সব কিছু নন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রচারিত দর্শন হচ্ছে তিনি যুগপৎভাবে ভেদ এবং অভেদ।

শ্লোক ৪৬

ত্বং পুরা গাং রসায়া মহাসূকরো
দ্রংষ্ট্রয়া পদ্মিনীং বারণেন্দ্রো যথা ।
স্তূয়মানো নদল্লীলয়া যোগিভি-
র্ব্যুজ্জহর্থ ত্রয়ীগাত্র যজ্ঞক্রতুঃ ॥ ৪৬ ॥

ত্বম্—আপনি; **পুরা**—পূর্বে; **গাম্**—পৃথিবীকে; **রসায়াঃ**—জলের ভিতর থেকে; **মহা-সূকরঃ**—মহান বরাহ অবতারে; **দ্রংষ্ট্রয়া**—দন্তের দ্বারা; **পদ্মিনীম্**—পদ্ম; **বারণ-ইন্দ্রঃ**—হাতি; **যথা**—যেমন; **স্তূয়মানঃ**—প্রার্থনা নিবেদন করা হয়েছিল; **নদন্**—গর্জন করে; **লীলয়া**—অনায়াসে; **যোগিভিঃ**—সনকাদি মহর্ষিদের দ্বারা; **ব্যুজ্জহর্থ**—উত্তোলন করেছিলেন; **ত্রয়ী-গাত্র**—হে মূর্তিমান বৈদিক জ্ঞান; **যজ্ঞ-ক্রতুঃ**—যজ্ঞরূপে।

অনুবাদ

হে ভগবান! হে মূর্তিমান বৈদিক জ্ঞান! বহুকাল পূর্বে মহান বরাহ অবতারে আপনি পৃথিবীকে জল থেকে উত্তোলন করেছিলেন, ঠিক যেমন একটি হস্তী অনায়াসে সরোবর থেকে একটি পদ্মফুল উত্তোলন করে। বিশাল বরাহরূপে আপনি যখন গর্জন করেছিলেন, সেই দিব্য শব্দতরঙ্গ যজ্ঞমন্ত্র বলে স্বীকার করা হয়েছিল, এবং সনকাদি মহর্ষিগণ তার ধ্যান করে আপনার স্তব করেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হচ্ছে *ত্রয়ী-গাত্র,* অর্থাৎ, ভগবানের চিন্ময় রূপ হচ্ছে বেদ। কেউ যখন মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহ অথবা রূপের পূজা করেন, তখন বুঝতে হবে যে, সেখানে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা সমস্ত বেদ পাঠ করা হচ্ছে। মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার করার ফলে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বৈদিক নির্দেশ অধ্যয়ন করা হয়। এমন কি যদি কোন নবীন ভক্তও অর্চা বিগ্রহের আরাধনায় যুক্ত হন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তিনি বৈদিক জ্ঞানের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—সমস্ত বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। যিনি সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন অথবা সেবা করেন, বুঝতে হবে যে, তিনি বেদের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করেছেন।

শ্লোক ৪৭

স প্রসীদ ত্বমস্মাকমাকাঙ্ক্ষতাং
দর্শনং তে পরিভ্রষ্টসৎকর্মণাম্ ।
কীর্ত্যমানে নৃভির্নাম্নি যজ্ঞেশ তে
যজ্ঞবিঘ্নাঃ ক্ষয়ং যান্তি তস্মৈ নমঃ ॥ ৪৭ ॥

সঃ—সেই পুরুষ; **প্রসীদ**—প্রসন্ন হোন; **ত্বম্**—আপনি; **অস্মাকম্**—আমাদের উপর; **আকাঙ্ক্ষতাম্**—প্রতীক্ষা করে; **দর্শনম্**—দর্শনের; **তে**—আপনার; **পরিভ্রষ্ট**—পতিত; **সৎ-কর্মণাম্**—যাঁর যজ্ঞ অনুষ্ঠান; **কীর্ত্যমানে**—কীর্তিত হয়ে; **নৃভিঃ**—মানুষদের দ্বারা; **নাম্নি**—আপনার পবিত্র নাম; **যজ্ঞ-ঈশ**—হে যজ্ঞেশ্বর; **তে**—আপনার; **যজ্ঞ-বিঘ্নাঃ**—যজ্ঞের বাধা; **ক্ষয়ম্**—বিনাশের জন্য; **যান্তি**—লাভ করেন; **তস্মৈ**—আপনাকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণতি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আমরা আপনার দর্শনের প্রতীক্ষা করছিলাম, কারণ আমরা বৈদিক বিধি অনুসারে যজ্ঞ করতে অসমর্থ হয়েছিলাম। তাই আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি, দয়া করে আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। কেবল আপনার পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে, সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করা যায়। আমরা আপনার সমক্ষে আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা অত্যন্ত আশান্বিত হয়েছিলেন যে, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপস্থিতির ফলে, এখন তাঁদের যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে। এই শ্লোকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ব্রাহ্মণদের উক্তি হচ্ছে, "কেবল আপনার দিব্য নাম কীর্তন করার ফলেই আমরা সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে পারি, কিন্তু এখন আপনি সাক্ষাৎ উপস্থিত রয়েছেন।" শিবের অনুচররা দক্ষযজ্ঞ অনুষ্ঠানে বাধা দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণরা পরোক্ষভাবে শিবের অনুচরেদের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণরা যেহেতু সর্বদা ভগবান শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত, তাই শিবের অনুচরেরা তাঁদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কোনও ক্ষতি করতে পারেনি। একটি প্রবাদ রয়েছে 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে।' তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাবণ। রাবণ ছিলেন শিবের পরম ভক্ত, কিন্তু যখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে সংহার করতে চেয়েছিলেন, তখন শিব তাঁকে রক্ষা করতে পারেননি। শিব এবং ব্রহ্মার মতো দেবতারাও যদি ভক্তের অনিষ্ট

করতে চান, তা হলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন কাউকে সংহার করতে চান, যেমন রাবণ অথবা হিরণ্যকশিপু, তখন কোন দেবতাও তাকে রক্ষা করতে পারেন না।

শ্লোক ৪৮

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি দক্ষঃ কবির্যজ্ঞং ভদ্র রুদ্রাভিমর্শিতম্ ।
কীর্ত্যমানে হৃষীকেশে সংনিন্যে যজ্ঞভাবনে ॥ ৪৮ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মৈত্রেয়; **উবাচ**—বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **দক্ষঃ**—দক্ষ; **কবিঃ**—শুদ্ধ চেতনা লাভ করে; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞ; **ভদ্র**—হে বিদুর; **রুদ্র-অভিমর্শিতম্**—বীরভদ্র কর্তৃক বিনষ্ট; **কীর্ত্যমানে**—কীর্তিত হয়ে; **হৃষীকেশে**—হৃষীকেশ (ভগবান বিষ্ণু); **সংনিন্যে**—পুনরায় শুরু করার আয়োজন করেছিলেন; **যজ্ঞ-ভাবনে**—যজ্ঞের রক্ষক।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—সেখানে উপস্থিত সকলের দ্বারা এইভাবে ভগবান বিষ্ণু বন্দিত হওয়ার পর, দক্ষ শুদ্ধ অন্তঃকরণে পুনরায় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, যা শিবের অনুচরদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল।

শ্লোক ৪৯

ভগবান স্বেন ভাগেন সর্বাত্মা সর্বভাগভুক্ ।
দক্ষং বভাষ আভাষ্য প্রীয়মাণ ইবানঘ ॥ ৪৯ ॥

ভগবান্—শ্রীবিষ্ণু; **স্বেন**—তাঁর নিজের; **ভাগেন**—অংশের দ্বারা; **সর্ব-আত্মা**—সমস্ত জীবের পরমাত্মা; **সর্ব-ভাগ-ভুক্**—সমস্ত যজ্ঞের ফলভোক্তা; **দক্ষম্**—দক্ষকে; **বভাষে**—বলেছিলেন; **আভাষ্য**—সম্বোধন করে; **প্রীয়মাণঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **ইব**—সদৃশ; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ বিদুর।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—হে নিষ্পাপ বিদুর! ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত জীবের পরমাত্মা হওয়ার ফলে, তিনি কেবল যজ্ঞের তাঁর অংশ প্রাপ্ত হয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাই প্রসন্নভাবে দক্ষকে সম্বোধন করে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৫/২৯) বলা হয়েছে, *ভোক্তারং যজ্ঞ-তপসাম্*—ভগবান শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যজ্ঞ এবং তপস্যার সমস্ত ফলের পরম ভোক্তা। মানুষ যে কর্মেই প্রবৃত্ত হোক না কেন, তার চরম লক্ষ্য হচ্ছে বিষ্ণু। কেউ যদি তা না জানে, তা হলে সে বিপথগামী। পরমেশ্বর ভগবানরূপে বিষ্ণুর কারও কাছ থেকে কিছু চাওয়ার নেই। তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু জীবের প্রতি সৌহার্দ্যবশত তিনি যজ্ঞের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। যখন তাঁর যজ্ঞভাগ তাঁকে নিবেদন করা হয়েছিল, তখন তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৬) উল্লেখ করা হয়েছে, *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি*—ভক্ত যদি তাঁকে একটি ছোট পাতা, অথবা একটি ফুল বা একটু জল নিবেদন করেন, এবং সেই নিবেদন যদি প্রীতি এবং অনুরাগ সহকারে হয়ে থাকে, তা হলে ভগবান তা গ্রহণ করেন এবং প্রসন্ন হন। যদিও তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কারও কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করার আবশ্যকতা তাঁর নেই, তবুও তিনি তা গ্রহণ করেন, কারণ পরমাত্মারূপে সমস্ত জীবের সঙ্গে তাঁর এক অতি গভীর সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব রয়েছে। এখানে আর একটি বিষয় হচ্ছে যে, তিনি কখনও অবৈধভাবে অন্যের ভাগ গ্রহণ করেন না। যজ্ঞে দেবতাদের, শিবের এবং ব্রহ্মার ভাগ রয়েছে, এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুরও ভাগ রয়েছে। ভগবান তাঁর নিজের ভাগ পেয়েই সন্তুষ্ট থাকেন, তিনি কখনও অবৈধভাবে অন্যের ভাগ গ্রহণ করতে চান না। পরোক্ষভাবে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, দক্ষ শিবকে তাঁর যজ্ঞভাগ প্রদান করতে অস্বীকার করায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মৈত্রেয় এখানে বিদুরকে নিষ্পাপ বলে বর্ণনা করেছেন, কারণ বিদুর ছিলেন একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব এবং তিনি কখনও কোন দেবতাদের প্রতি অপরাধ করেননি। বৈষ্ণবেরা যদিও শ্রীবিষ্ণুকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁরা কখনও দেবতাদের চরণে অপরাধ করেন না। তাঁরা দেবতাদের যথাযথ সম্মান প্রদান করেন। বৈষ্ণবেরা শিবকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলে স্বীকার করেন। বৈষ্ণবের পক্ষে কোন দেবতার প্রতি অপরাধ করার সম্ভাবনা নেই, এবং দেবতারাও বৈষ্ণবদের প্রতি সর্বদা প্রসন্ন, কারণ বৈষ্ণবেরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নির্মল ভক্ত।

শ্লোক ৫০

শ্রীভগবানুবাচ

অহং ব্রহ্মা চ শর্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্ ।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ ॥ ৫০ ॥

শ্রীভগবান্—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **উবাচ**—বললেন; **অহম্**—আমি; **ব্রহ্মা**—ব্রহ্মা; **চ**—এবং; **শর্বঃ**—শিব; **চ**—এবং; **জগতঃ**—জড় জগতের; **কারণম্**—কারণ; **পরম্**—পরম; **আত্ম-ঈশ্বরঃ**—পরমাত্মা; **উপদ্রষ্টা**—সাক্ষী; **স্বয়ং-দৃক্**—স্বয়ংসম্পূর্ণ; **অবিশেষণঃ**—পার্থক্য-রহিত।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণু উত্তর দিলেন—ব্রহ্মা, শিব এবং আমি জড় জগতের পরম কারণ। আমি পরমাত্মা, স্বয়ংসম্পূর্ণ সাক্ষী। কিন্তু নির্বিশেষভাবে ব্রহ্মা, শিব এবং আমার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

তাৎপর্য

ব্রহ্মার জন্ম হয়েছে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চিন্ময় শরীর থেকে, এবং শিবের জন্ম হয়েছে ব্রহ্মার শরীর থেকে। অতএব, শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরম কারণ। *বেদেও* উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদিতে কেবল বিষ্ণু বা নারায়ণ ছিলেন; ব্রহ্মা অথবা শিব ছিলেন না। তেমনই, শঙ্করাচার্য প্রতিপন্ন করেছেন—*নারায়ণঃ পরঃ* । নারায়ণ বা শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন আদি উৎস, এবং ব্রহ্মা ও শিব সৃষ্টির পরে প্রকাশিত হয়েছেন। তা ছাড়া, শ্রীবিষ্ণু আত্মেশ্বর বা সকলের পরমাত্মা। তাঁরই পরিচালনায়, অন্তর থেকে সমস্ত কিছুর অনুপ্রেরণা হয়। যেমন, *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে, *তেনে ব্রহ্ম হৃদা*—তিনি প্রথমে অন্তর থেকে ব্রহ্মাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ভগবদ্গীতায় (১০/২) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *অহম্ আদির্হি দেবানাম্*—শ্রীবিষ্ণু বা কৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব আদি সমস্ত দেবতাদের উৎস। *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন, *অহং সর্বস্য প্রভবঃ*—"সব কিছু আমার থেকে উৎপন্ন হয়েছে।" তার মধ্যে দেবতারাও অন্তর্ভুক্ত। তেমনই, *বেদান্ত-সূত্রে* বলা হয়েছে—*জন্মাদ্যস্য যতঃ* । এবং *উপনিষদে* উল্লেখ করা হয়েছে—*যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে* । সব কিছুই ভগবান শ্রীবিষ্ণু থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তিনি সব কিছুর পালন করেন, এবং তাঁরই শক্তির দ্বারা সব কিছু ধ্বংস হয়। তাই তাঁর থেকে যে শক্তিসমূহ উদ্ভূত হয়, তাদের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া এই জড় জগৎ সৃষ্টি করে এবং সেই সৃষ্টিকে আবার ধ্বংস করে। এইভাবে ভগবান হচ্ছেন কার্য এবং কারণও। যা কিছু প্রভাব আমরা দেখি তা তাঁর শক্তির মিথষ্ক্রিয়া, এবং যেহেতু শক্তি তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়, তাই তিনি কার্য এবং কারণ উভয়ই। যুগপৎভাবে সব কিছুই ভিন্ন এবং অভিন্ন। বলা হয় যে, প্রত্যেক বস্তু হচ্ছে ব্রহ্ম—*সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম* । সর্বোচ্চ দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে, কোন কিছুই ব্রহ্মের অতীত নয়, এবং তাই ব্রহ্মা এবং শিব নিশ্চিতরূপে তাঁর থেকে অভিন্ন।

শ্লোক ৫১

আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্ ॥ ৫১ ॥

আত্ম-মায়াম্—আমার শক্তি; **সমাবিশ্য**—প্রবেশ করে; **সঃ**—স্বয়ং; **অহম্**—আমি; **গুণ-ময়ীম্**—জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা রচিত; **দ্বি-জ**—হে দুই জন্মবিশিষ্ট দক্ষ; **সৃজন্**—সৃষ্টি করে; **রক্ষন্**—পালন করে; **হরন্**—বিনাশ করে; **বিশ্বম্**—জড় জগৎ; **দধ্রে**—ধারণ করি; **সংজ্ঞাম্**—নাম; **ক্রিয়া-উচিতাম্**—ক্রিয়া অনুসারে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে দক্ষ দ্বিজ! আমি হচ্ছি আদি ভগবান, কিন্তু এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কার্য আমি আমার জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে করে থাকি, এবং বিভিন্ন প্রকার কার্য অনুসারে, আমার প্রতিনিধিদের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৫) বর্ণনা করা হয়েছে, *জীবভূতাং মহাবাহো*—সমগ্র জগৎ হচ্ছে পরম উৎস পরমেশ্বর ভগবান থেকে প্রকাশিত শক্তি। সেই শক্তি সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা পরা এবং অপরা শক্তিরূপে কার্য করে। পরা শক্তি হচ্ছে জীব, যারা ভগবানের বিভিন্ন অংশ। ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে জীব ভগবান থেকে অভিন্ন; তাঁর থেকে প্রকাশিত শক্তি তাঁর থেকে ভিন্ন নয়। কিন্তু এই জড় জগতের প্রকৃত কার্যকলাপের মধ্যে জীব বিভিন্নরূপে জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। চুরাশি লক্ষ রকমের রূপসমন্বিত জীব রয়েছে। সেই জীবই জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কার্য করে। বিভিন্ন প্রকার জীব দেহ রয়েছে, কিন্তু সৃষ্টির আদিতে শ্রীবিষ্ণু ছিলেন একা। সৃষ্টি করার জন্য ব্রহ্মার প্রকাশ হয়, এবং সংহারের জন্য শিবের প্রকাশ হয়। জড় জগতে চিন্ময় সত্তার প্রবেশ প্রসঙ্গে বলা চলে, সমস্ত জীবেরা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু জীব যখন জড় জগতে প্রবেশ করে, তখন সে জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয় এবং বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। ব্রহ্মা এবং শিব হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণুর গুণাবতার, এবং বিষ্ণু স্বয়ং সত্ত্বগুণের নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ করেন; তাই তিনিও শিব এবং ব্রহ্মার মতো গুণাবতার হন। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন প্রকার পরিচালনার জন্য বিভিন্ন নাম রয়েছে, কিন্তু তাদের উৎস একই।

শ্লোক ৫২

তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি ।
ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি ॥ ৫২ ॥

তস্মিন্—তাঁকে; **ব্রহ্মণি**—পরমব্রহ্ম; **অদ্বিতীয়ে**—অদ্বিতীয়; **কেবলে**—এক হওয়ায়; **পরম-আত্মনি**—পরম আত্মা; **ব্রহ্ম-রুদ্রৌ**—ব্রহ্মা এবং শিব উভয়ে; **চ**—এবং; **ভূতানি**—জীবসমূহ; **ভেদেন**—ভিন্ন; **অজ্ঞঃ**—যথাযথ জ্ঞানরহিত; **অনুপশ্যতি**—মনে করে।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—অজ্ঞ ব্যক্তিরাই কেবল ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের আমার থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করে, এমন কি জীবদেরও স্বতন্ত্র বলে মনে করে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা সহ সমস্ত জীবরা স্বতন্ত্র নয়, পক্ষান্তরে তারা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা শক্তির অন্তর্গত। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবের, এমন কি ব্রহ্মা এবং শিবেরও পরমাত্মা হওয়ার ফলে, জড়া প্রকৃতির গুণের কার্যকলাপের অন্তর্গত সকলকেই পরিচালনা করেন। ভগবানের অনুমতি ব্যতীত কেউই স্বতন্ত্রভাবে কার্য করতে পারে না, এবং তাই, পরোক্ষভাবে, কেউই পরমেশ্বর ভগবান থেকে স্বতন্ত্র নয়—এমন কি ব্রহ্মা এবং রুদ্রও নন, যাঁরা হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির রজ এবং তমোগুণের অবতার।

শ্লোক ৫৩

যথা পুমান্ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরঃ ॥ ৫৩ ॥

যথা—যেমন; **পুমান্**—পুরুষ; **ন**—না; **স্ব-অঙ্গেষু**—তার নিজের শরীরে; **শিরঃ-পাণি-আদিষু**—মাথা, হাত, এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **পারক্য-বুদ্ধিম্**—পার্থক্য; **কুরুতে**—করা হয়; **এবম্**—এইভাবে; **ভূতেষু**—জীবদের মধ্যে; **মৎ-পরঃ**—আমার ভক্ত।

অনুবাদ

সাধারণ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষ মস্তক এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য দর্শন করে না। তেমনই, আমার ভক্তরা সর্বব্যাপ্ত ভগবান বিষ্ণু এবং অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে কোন রকম ভেদ দর্শন করেন না।

তাৎপর্য

যখনই শরীরের কোন অঙ্গে রোগ হয়, তখন সারা শরীর সেই অঙ্গের যত্ন করে। তেমনই, ভক্তের সমদর্শিতা প্রকাশ পায় সমস্ত বদ্ধ জীবদের প্রতি তাঁর করুণার মাধ্যমে। *ভগবদ্গীতায়* (৫/১৮) বলা হয়েছে, *পণ্ডিতাঃ সম-দর্শিনঃ*—যাঁরা তত্ত্বজ্ঞান-সমন্বিত, তাঁরা সমস্ত জীবদের সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন। ভক্তরা সমস্ত বদ্ধ জীবের প্রতি কৃপাপরায়ণ এবং তাই তাঁরা *অপারক্য-বুদ্ধি* নামে পরিচিত। যেহেতু ভক্তরা হচ্ছেন তত্ত্বজ্ঞানী এবং তাঁরা জানেন যে, প্রতিটি জীবই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই তাঁরা সকলের কাছে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করেন, যাতে সকলেই সুখী হতে পারে। দেহের কোন অঙ্গ যদি রোগগ্রস্ত হয়, তা হলে সারা শরীরের সমস্ত চেতনা সেই অঙ্গের প্রতি একাগ্রীভূত হয়। তেমনই, যারা কৃষ্ণকে ভুলে যাওয়ার ফলে জড় চেতনায় আবদ্ধ হয়েছে, ভক্তরা তাদের প্রতি যত্নবান হন। ভক্তের সমদর্শিতা হচ্ছে যে, সমস্ত জীবদের তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি সর্বদা সক্রিয়।

শ্লোক ৫৪

ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্ ।
সর্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৫৪ ॥

ত্রয়াণাম্—তিনের; **এক-ভাবানাম্**—এক স্বভাব-সমন্বিত; **যঃ**—যিনি; **ন পশ্যতি**—দেখেন না; **বৈ**—নিশ্চিতভাবে; **ভিদাম্**—পার্থক্য; **সর্ব-ভূত-আত্মনাম্**—সমস্ত জীবের পরমাত্মার; **ব্রহ্মন্**—হে দক্ষ; **সঃ**—তিনি; **শান্তিম্**—শান্তি; **অধিগচ্ছতি**—উপলব্ধি করেন।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং জীবাত্মাদের পরব্রহ্ম থেকে ভিন্নরূপে দর্শন করেন না, এবং যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে শান্তি উপলব্ধি করেন; অন্যরা করে না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দুটি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *ত্রয়াণাম্* অর্থে 'তিন', যথা ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু। *ভিদাম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ভিন্ন'। তাঁরা তিন, অতএব তাঁরা ভিন্ন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা এক। সেটি হচ্ছে *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব* । *ব্রহ্ম-সংহিতায়* দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, দুধ এবং দই যেমন যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন; উভয়েই দুধ, কিন্তু দই রূপান্তরিত হয়েছে। বাস্তবিক শান্তি লাভ করার জন্য মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সব কিছু, এবং ব্রহ্মা ও শিব সহ সমস্ত জীবাত্মাদের পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্নরূপে দর্শন করা। কেউই স্বতন্ত্র নয়। আমরা সকলেই হচ্ছি পরমেশ্বর ভগবানের বিস্তার। সেই সূত্রে বিবিধের মধ্যে একতা সিদ্ধ হয়। বিভিন্ন প্রকাশ রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিষ্ণুর মধ্যে সকলে এক। সব কিছুই বিষ্ণুর শক্তির বিস্তার।

শ্লোক ৫৫

মৈত্রেয় উবাচ

এবং ভগবতাদিষ্টঃ প্রজাপতিপতির্হরিম্ ।
অর্চিত্বা ক্রতুনা স্বেন দেবানুভয়তোঽযজৎ ॥ ৫৫ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মৈত্রেয়; **উবাচ**—বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **আদিষ্টঃ**—আদিষ্ট হয়ে; **প্রজাপতি-পতিঃ**—সমস্ত প্রজাপতিদের প্রধান; **হরিম্**—হরিকে; **অর্চিত্বা**—অর্চনা করে; **ক্রতুনা**—যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **স্বেন**—স্বীয়; **দেবান্**—দেবতাগণ; **উভয়তঃ**—পৃথক পৃথকভাবে; **অযজৎ**—পূজা করেছিলেন।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—এইভাবে ভগবান কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে আদিষ্ট হয়ে, সমস্ত প্রজাপতিদের প্রধান দক্ষ শ্রীবিষ্ণুর অর্চনা করেছিলেন। যজ্ঞবিধির দ্বারা তাঁকে পূজা করার পর, দক্ষ পৃথকভাবে ব্রহ্মা এবং শিবের পূজা করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে সব কিছু অর্পণ করা উচিত, এবং সমস্ত দেবতাদের তাঁর প্রসাদ বিতরণ করা উচিত। এই প্রথা পুরীতে জগন্নাথের মন্দিরে এখনও প্রচলিত রয়েছে। জগন্নাথের প্রধান মন্দিরের চারপাশে বহু দেবতাদের মন্দির রয়েছে, এবং জগন্নাথকে নিবেদন করার পর, তাঁর প্রসাদ সমস্ত দেবতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। বিষ্ণুর

প্রসাদের দ্বারা শিবের বিগ্রহের পূজা হয় এবং ভুবনেশ্বরে প্রসিদ্ধ শিব মন্দিরেও বিষ্ণু বা জগন্নাথের প্রসাদ শিবকে নিবেদন করা হয়। সেটি হচ্ছে বৈষ্ণব প্রথা। বৈষ্ণব কোন সাধারণ জীবকে পর্যন্ত অবহেলা করেন না, এমন কি ক্ষুদ্র পিপীলিকাকেও নয়; বৈষ্ণব সকলকেই তাদের মর্যাদা অনুসারে সম্মান প্রদর্শন করেন। তবে সেই সম্মান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে নিবেদন করা হয়। যে ভক্ত অত্যন্ত উন্নত, তিনি প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক দর্শন করেন; তিনি কোন কিছুই শ্রীকৃষ্ণ থেকে স্বতন্ত্ররূপে দর্শন করেন না। সেটি হচ্ছে তাঁর একত্বের দর্শন।

শ্লোক ৫৬

রুদ্রং চ স্বেন ভাগেন হ্যুপাধাবৎসমাহিতঃ ।
কর্মণোদবসানেন সোমপানিতরানপি ।
উদবস্য সহর্ত্বিগ্‌ভিঃ সস্নাববভৃথং ততঃ ॥ ৫৬ ॥

রুদ্রম্—শিব; **চ**—এবং; **স্বেন**—নিজের; **ভাগেন**—অংশ; **হি**—যেহেতু; **উপাধাবৎ**—পূজা করেছিলেন; **সমাহিতঃ**—ধ্যানস্থ চিত্তে; **কর্মণা**—অনুষ্ঠানের দ্বারা; **উদবসানেন**—সমাপ্ত করার কার্যের দ্বারা; **সোম-পান**—দেবতা; **ইতরান্**—অন্যান্য; **অপি**—ও; **উদবস্য**—সমাপ্ত করে; **সহ**—সঙ্গে; **ঋত্বিগ্‌ভিঃ**—পুরোহিতগণ সহ; **সস্নৌ**—স্নান করেছিলেন; **অবভৃথম্**—অবভৃথ স্নান; **ততঃ**—তার পর।

অনুবাদ

দক্ষ শিবকে তাঁর যজ্ঞভাগ নিবেদন করে, সম্মানপূর্বক সর্বতোভাবে পূজা করেছিলেন। যাজ্ঞিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত করার পর, তিনি অন্য সমস্ত দেবতা এবং সেখানে সমবেত সমস্ত ব্যক্তিদের সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। তার পর, পুরোহিতগণ সহ সমস্ত কর্তব্য সমাপ্ত করার পর, তিনি স্নান করেছিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

যজ্ঞভাগের দ্বারা যথাযথভাবে রুদ্রের পূজা করা হয়েছিল। যজ্ঞ হচ্ছেন বিষ্ণু, এবং বিষ্ণুকে নিবেদিত প্রসাদ সকলকে বিতরণ করা হয়, এমন কি শিবকে পর্যন্ত। এই সম্পর্কে শ্রীধর স্বামীও তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, *স্বেন ভাগেন*—যজ্ঞাবশেষ সমস্ত দেবতা এবং অন্য সকলকে নিবেদন করা হয়।

শ্লোক ৫৭

তস্মা অপ্যনুভাবেন স্বেনৈবাবাপ্তরাধসে ।
ধর্ম এব মতিং দত্ত্বা ত্রিদশাস্তে দিবং যযুঃ ॥ ৫৭ ॥

তস্মৈ—তাঁকে (দক্ষকে); **অপি**—ও; **অনুভাবেন**—পরমেশ্বর ভগবানের পূজার দ্বারা; **স্বেন**—নিজের দ্বারা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অবাপ্ত-রাধসে**—সিদ্ধি লাভ করে; **ধর্মে**—ধর্ম অনুষ্ঠানে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **মতিম্**—বুদ্ধি; **দত্ত্বা**—দান করে; **ত্রিদশাঃ**—দেবতাগণ; **তে**—তাঁরা; **দিবম্**—স্বর্গলোকে; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে বিধিপূর্বক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করার পর, দক্ষ সম্পূর্ণরূপে ধর্মপথে স্থিত হয়েছিলেন। অধিকন্তু, সেই যজ্ঞে সমাগত সমস্ত দেবতারা তাঁকে পুণ্য লাভের আশীর্বাদ করে, স্বর্গলোকে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দক্ষ যদিও ধর্মের পথে যথেষ্ট উন্নত ছিলেন, তবুও তিনি দেবতাদের আশীর্বাদের অপেক্ষা করেছিলেন। এইভাবে দক্ষযজ্ঞ শান্তি এবং সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়েছিল।

শ্লোক ৫৮

এবং দাক্ষায়ণী হিত্বা সতী পূর্বকলেবরম্ ।
জজ্ঞে হিমবতঃ ক্ষেত্রে মেনায়ামিতি শুশ্রুম ॥ ৫৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **দাক্ষায়ণী**—দক্ষকন্যা; **হিত্বা**—ত্যাগ করার পর; **সতী**—সতী; **পূর্ব-কলেবরম্**—তাঁর পূর্বের শরীর; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **হিমবতঃ**—হিমালয়ের; **ক্ষেত্রে**—পত্নীতে; **মেনায়াম্**—মেনার; **ইতি**—এইভাবে; **শুশ্রুম্**—আমি শুনেছি।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—আমি শুনেছি যে, দক্ষ থেকে প্রাপ্ত শরীর ত্যাগ করার পর, দাক্ষায়ণী (দক্ষকন্যা) হিমালয়ের রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মেনার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই কথা আমি প্রামাণ্য সূত্রে শুনেছি।

তাৎপর্য

মেনা মেনকা নামেও পরিচিত। তিনি হচ্ছেন হিমালয়ের রাজার পত্নী।

শ্লোক ৫৯

তমেব দয়িতং ভূয় আবৃঙ্‌ক্তে পতিমম্বিকা ।
অনন্যভাবৈকগতিং শক্তিঃ সুপ্তেব পূরুষম্ ॥ ৫৯ ॥

তম্—তাঁকে (শিবকে); **এব**—নিশ্চিতভাবে; **দয়িতম্**—প্রিয়; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **আবৃঙ্‌ক্তে**—গ্রহণ করেছিলেন; **পতিম্**—পতিরূপে; **অম্বিকা**—অম্বিকা বা সতী; **অনন্য-ভাবা**—অন্য সকলের প্রতি আসক্তি-রহিত; **এক-গতিম্**—একমাত্র লক্ষ্য; **শক্তিঃ**—স্ত্রী (তটস্থা এবং বহিরঙ্গা) শক্তি; **সুপ্তা**—নিষ্ক্রিয়; **ইব**—যেন; **পূরুষম্**—পুরুষ (পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধিরূপে শিব)।

অনুবাদ

অম্বিকা (দুর্গাদেবী), যিনি দাক্ষায়ণী (সতী) রূপে পরিচিতা ছিলেন, তিনি শিবকে পুনরায় তাঁর পতিরূপে বরণ করেছিলেন, ঠিক যেমন পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তি নতুন সৃষ্টির সময় কার্য করে।

তাৎপর্য

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে—এই বৈদিক মন্ত্র অনুসারে, ভগবানের বিভিন্ন শক্তি রয়েছে। শক্তি হচ্ছেন স্ত্রী, এবং ভগবান হচ্ছেন পুরুষ। স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে পরম পুরুষের অধীনে সেবা করা। *ভগবদ্গীতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমস্ত জীব পরমেশ্বর ভগবানের তটস্থা শক্তি। তাই সমস্ত জীবাত্মাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই পরম পুরুষের সেবা করা। দুর্গা হচ্ছেন এই জড় জগতে তটস্থা এবং বহিরঙ্গা উভয় শক্তির প্রতীক, এবং শিব হচ্ছেন পরম পুরুষের প্রতিনিধি। শিবের সঙ্গে অম্বিকা বা দুর্গার সম্পর্ক নিত্য। সতী শিব ব্যতীত অন্য কাউকে পতিরূপে বরণ করতে পারেন না। শিব হিমালয়ের কন্যা হিমবতীরূপে দুর্গাকে কিভাবে বিবাহ করেছিলেন এবং কিভাবে কার্তিকের জন্ম হয়েছিল তা একটি মহান উপাখ্যান।

শ্লোক ৬০

এতদ্ভগবতঃ শম্ভোঃ কর্ম দক্ষাধ্বরদ্রুহঃ ।
শ্রুতং ভাগবতাচ্ছিষ্যাদুদ্ধবান্মে বৃহস্পতেঃ ॥ ৬০ ॥

এতৎ—এই; **ভগবতঃ**—সমস্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর; **শম্ভোঃ**—শম্ভুর (শিবের); **কর্ম**—কাহিনী; **দক্ষ-অধ্বর-দ্রুহঃ**—যিনি দক্ষযজ্ঞ বিধ্বস্ত করেছিলেন; **শ্রুতম্**—শোনা

গিয়েছে; **ভাগবতাৎ**—পরম ভক্ত থেকে; **শিষ্যাৎ**—শিষ্য থেকে; **উদ্ধবাৎ**—উদ্ধব থেকে; **মে**—আমার দ্বারা; **বৃহস্পতেঃ**—বৃহস্পতির।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! শিবের দ্বারা বিধ্বস্ত দক্ষযজ্ঞের এই কাহিনী আমি বৃহস্পতির শিষ্য মহাভাগবত উদ্ধবের কাছে শুনেছিলাম।

শ্লোক ৬১

ইদং পবিত্রং পরমীশচেষ্টিতং
যশস্যমায়ুষ্যমঘৌঘমর্ষণম্ ।
যো নিত্যদাকর্ণ্য নরোঽনুকীর্তয়েদ্
ধুনোত্যঘং কৌরব ভক্তিভাবতঃ ॥ ৬১ ॥

ইদম্—এই; **পবিত্রম্**—পুণ্য; **পরম্**—পরম; **ঈশ-চেষ্টিতম্**—পরমেশ্বর ভগবানের লীলা; **যশস্যম্**—যশ; **আয়ুষ্যম্**—দীর্ঘ আয়ু; **অঘ-ওঘ-মর্ষণম্**—পাপনাশক; **যঃ**—যিনি; **নিত্যদা**—সর্বদা; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **নরঃ**—ব্যক্তি; **অনুকর্তয়েৎ**—বর্ণনা করা উচিত; **ধুনোতি**—নির্মল করে; **অঘম্**—জড় কলুষ; **কৌরব**—হে কুরু-বংশীয়; **ভক্তি-ভাবতঃ**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় তাঁর বর্ণনা সমাপ্ত করে বললেন—হে কুরুনন্দন! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক পরিচালিত এই দক্ষযজ্ঞের কাহিনী যদি কেউ শ্রবণ করেন এবং তা অন্যদের শোনান, তা হলে তিনি নিশ্চিতভাবে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'দক্ষের যজ্ঞ অনুষ্ঠান' নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।